বোখারী শরীফ

(বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা)

তৃতীয় খণ্ড

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ)

প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল জামেয়া কোরআনিয়ার

দোয়া এবং কুয়েত ও বরকতে

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব

প্রাক্তন মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ,

বর্তমান শায়খুল-হাদীছ জামেয়া রহমানিয়া সাত মসজিদ

মোহাম্মদ পুর, ঢাকা কর্তৃক অনুদিত।

হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ

৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১১

আরম্ভ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ● وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى جَمِيْعِ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগার। দরূদ এবং সালাম সমস্ত

الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ● خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِهِمْ وَاَفْضَلِهِمْ نَبِيِّنَا

নবী ও রসুলগণের প্রতি বিশেষতঃ নবী ও রসুলগণের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি—যিনি আমাদের নবী এবং

خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ● وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ●

সর্বশেষ নবী—তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও সমস্ত ছাহাবীগণের প্রতি

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ●

এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের যত খাঁটী ও পূর্ণ অনুসারী হইবেন—তাঁহাদের প্রতি।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ●

আয় আল্লাহ! আমাদিগকে সেই অনুসারী ও দলভুক্ত বানাইবেন নিজ কৃপাবলে, হে দয়াময় সর্বাধিক দয়ালু!

اٰمِيْن ! اٰمِيْن !! اٰمِيْن !!!

আমীন! আমীন!! আমীন!!!

সূচী পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অংশীদারীর বয়ান	১
কোন বস্তু ক্রয়ে অংশীদার হওয়া	৪
রেহেন বা বন্ধক রাখা	৫
বন্ধক বস্তুকে ব্যবহার বা ভোগ করা	,,
ক্রীতদাস আজাদ বা মুক্ত করা	৬
কিরূপ ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম	৭
এজমালী ক্রীতদাস হইতে স্বীয় অংশ মুক্ত করিলে	,,
যে দাস দাসী পরওয়ারদেগারের বন্দেগী সুষ্ঠুরূপে করে এবং মনীবের সেবাও সুচারুরূপে করে ?	৮
দাসীকে ভালরূপে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করা	৮
দাস-দাসীদের উপর ঔদ্ধত্যের ভাষা ব্যবহার করিবে না	৯
ক্রীতদাসের প্রতি সহানুভূতি	১০
কাহাকেও চেহেরার উপর মারিবে না	,,
ক্রীতদাসের প্রতি মিথ্যা অপবাদের পরিণতি	১১
মোকাতাবের বয়ান	,,
হেবা তথা সৌহার্দ্য স্বরূপ কিছু প্রদান করা	১২
আপন জনের নিকট কিছুর ফরমাইশ করা	১৩
কাহারও নিকট পানীয় বস্তু চাওয়া	,,
হাদিয়া গ্রহণ করা	,,
হাদিয়া দেওয়ায় কোন বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ করা	১৪
সুগন্ধি বস্তু হাদিয়া দেওয়া	১৬
হাদিয়ার প্রতিদান দেওয়া উত্তম	১৬
এক ছেলেকে কিছু হেবা ও দান করা	,,
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হেবা ও দান	১৭
স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজের মাল দান করা	১৮
হাদিয়া ও দান ইত্যাদির মধ্যে অগ্রাধিকার	১৯
উপযুক্ত কারণে হাদিয়া প্রত্যাখ্যান করা	,,
দানের ওয়াদা পূরণের পূর্বে মৃত্যু ঘটিলে ?	,,
যে বস্তু পছন্দনীয় নয় উহা অন্যকে দেওয়া	২০
অমোসলেমের হাদিয়া গ্রহণ করা	২১
অমোসলেমকে উপঢৌকন দেওয়া	,,
হেবা ও দানকৃত বস্তু ফেরৎ লওয়া	২২
হেবা সম্পন্ন হইলে উত্তরাধিকারদের জন্যও অধিকার অটুট থাকিবে	,,
কাহাকেও কোন জিনিষ তাহার জীবন সময়ের জন্য দিয়া দেওয়া	২৩
আরিয়ত তথা কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তু সাময়িক কার্যোদ্ধারের জন্য আনা	২৫
বর বা কনের সজ্জায় অন্যের নিকট হইতে কোন বস্তু লওয়া	,,
দুগ্ধবতী পশু সাহায্যার্থে সাময়িকভাবে দেওয়া	,,
সাক্ষ্যদান বিষয় সম্পর্কে	২৭
সাক্ষীদের সৎ হওয়া আবশ্যক	২৮
সত্য সাক্ষ্য গোপন করা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া	,,

বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য	২৯
কাহারও অতিরিক্ত প্রশংসা করা	৩০
কসম ও শপথ শুধু বিবাদীর পক্ষ হইতেই গ্রহণযোগ্য	৩৫
কসম খাওয়ায় অগ্রাধিকারের প্রতিযোগিতা হইলে ?	,,
ওয়াদা-অঙ্গীকার রক্ষা করা	৩৭
বিবাদ মিটাইতে সচেষ্ট হওয়া	৩৮
বিবাদ মিটাইতে অতিরঞ্জিত কথা বলা	৩৯
বিবাদ মিটাইতে স্বয়ং আগ্রহ প্রকাশ করা	,,
উভয় পক্ষের সম্মত মীমাংসাও শরীয়ত বিরোধী হইলে বর্জনীয় হইবে	,,
অমোসলেমের সহিত সন্ধি করা	৪০
বিতর্কের ক্ষেত্রে মুরব্বি মীমাংসার পরামর্শ দিবে	,,
ইনসাফের সহিত মীমাংসা করার ফজিলত	৪১
কোন বিষয় শর্ত আরোপ করা সম্পর্কে	৪২
অছিয়্যত করার আদেশ	৪৫
উত্তরাধিকারীগণকে সচ্ছল রাখিয়া যাওয়া উত্তম	৪৬
অছিয়্যত স্বীয় মালের তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না	,,
ওয়ারেসের জন্য অছিয়্যত করা নিষিদ্ধ	৪৭
অন্যের ছওয়াব লাভ উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা	৪৮
মিরাস বন্টন কালে কিছু অংশ দান-খয়রাত করা	,,
আকস্মিক মৃতের জন্য দান-খয়রাত করা এবং মৃতের মান্নত আদায় করা	৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
এতিমদের হক ও ধন-সম্পত্তি সম্পর্কে কতিপয় নির্দেশ	৫০
ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে কতিপয় বিষয়	৫৩
মৃত্যুকালে অছিয়্যত করার সাক্ষী রাখা	৫৪
জেহাদ	৫৬
জেহাদের যৌক্তিকতা	৬০
জেহাদের উদ্দেশ্য	৬১
জেহাদ সম্পর্কে সন্দেহ ভঞ্জন	,,
জেহাদের ফজিলত	৬৬
সর্বস্ব লইয়া জেহাদে আত্মনিয়োগকারী সর্বোত্তম	৬৭
জেহাদের সুযোগ ও শাহাদৎ লাভের দোয়া করা	৬৯
জেহাদে আত্মনিয়োগকারীর মর্তবা	৭০
অল্প সময়ের জেহাদেও অনেক ছওয়াব	৭১
শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা রাখা	৭৩
আল্লার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইলে ?	,,
আল্লার রাস্তায় কোন আঘাত লাগিলে ?	৭৪
জেহাদে আত্মনিয়োগকারী মোসলমানের উভয় অবস্থাই উত্তম	৭৫
আল্লার পথে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার পণ করিলে	,,
জেহাদের পূর্বে নেক আমল করা	৭৬
কাফের পক্ষের আকস্মিক আঘাতে নিহত হইলে	,,
প্রকৃত জেহাদ	৭৭
আল্লার রাস্তায় যাহার পা ধুলা মাখিবে	,,
শহীদের ফজিলত ও মর্তবা	৭৮
শহীদের উপর ফেরেশতাগণ কর্তৃক ছায়া প্রদান	৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
শহীদ ব্যক্তি দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিতে অভিলাসী	৭৯
তরবারীর ছায়াতলে বেহেশ্‌ত	৮০
অসাহসিকতা হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা	,,
জেহাদে অংশ গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা	৮১
জেহাদে অংশ গ্রহণ বা উহার দৃঢ় সঙ্কল্প রাখা ফরজ	,,
কাফের ব্যক্তি কোন মোসলমানকে শহীদ করিয়াছে অতঃপর সে মোসলমান হইয়া শহীদ হইয়াছে	৮২
জেহাদের জন্য নফল রোযা ত্যাগ করা	৮৩
জেহাদ ব্যতিরেকেও শাহাদতের ছওয়াব	৮৪
জেহাদের সামর্থহারা হইলে ?	,,
জেহাদে ধৈর্য্যধারণ করা	৮৬
জেহাদের প্রতি উৎসাহিত করা	,,
চেষ্টা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অক্ষমতার দরুণ জেহাদে যাইতে না পারিলে ?	৮৭
জেহাদ পথে রোযার ফজিলত	,,
গাজীকে পথের ছামান দেওয়া বা তাঁহার বাড়ী-ঘরের আবশ্যকাদির সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার ফজিলত	,,
জেহাদে উপস্থিতি লগ্নে হানুত ব্যবহার	৮৮
উন্নতি সর্বদার জন্য ঘোড়ার সঙ্গে বিজড়িত	,,
জেহাদ জারী থাকিবে ; শাসনকর্তা ভাল হউক বা মন্দ	৮৯
জেহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পোষা	,,
ঘোড়া ও গাধার বিশেষ নাম রাখা	৯০
ঘোড়া সম্পর্কে অশুভ হওয়ার ধারণা	,,

বিষয়	পৃষ্ঠা
জেহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পোষার ফজিলত	৯২
গণিমতের মাল হইতে ঘোড়ার অংশ	৯৪
ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠিত করা	,,
নারীদের জেহাদ	,,
জেহাদের মধ্যে প্রহরীর কাজ করা	৯৫
স্বীয় সঙ্গী-সাথির খেদমত ও সেবার ফজিলত	৯৭
আল্লার দ্বীন রক্ষায় আক্রমণ প্রতিরোধে পাহারা দেওয়ার ফজিলত	,,
কম বয়স্ক ছেলেকে জেহাদের পথে খেদমতের জন্য দেওয়া	৯৮
দুর্বল ও নেককার লোকদের নামে আল্লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা	৯৯
কাহারও সম্পর্কে দৃঢ়তার সহিত নির্দিষ্টভাবে এইরূপ বলার অধিকার নাই যে, সে শহীদের মর্তবা পাইয়াছে	১০০
তীর চালনা শিক্ষা করা	১০১
খঞ্জর চালনার খেলা করা	১০২
তরবারীর সাজ বা অলঙ্কার	,,
বর্শা নিক্ষেপ সিক্ষা করা	,,
জেহাদ সম্পর্কে হযরত (দঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী	১০৩
কাফেরদের প্রতি বদদোয়া করা	,,
বিরোধী দলকে ইসলামের প্রতি আহবান করা	১০৪
বৃহস্পতিবার দিন যাত্রা করা	১০৫
ইমামের ও অধিনায়কের আনুগত্য	,,
জেহাদ ও প্রাণ উৎসর্গ করার দীক্ষা নেওয়া	,,

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধিনায়কের কর্তব্য অধিনস্থদেরকে কোন আদেশ করিতে তাহাদের সামর্থের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে	১০৬
একত্রে কাজ করিতে নেতার অনুমতি ছাড়া কোথাও যাইবে না	১০৭
হযরতের পতাকা	,,
রসুলুল্লার(দঃ) প্রতি আল্লার বিশেষ দান	১০৮
আশঙ্কাময় শত্রুর দেশে কোরআন শরীফ লইয়া যাইবে না	,,
জেহাদের সময় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দেওয়া	,,
পথ চলার একটি বিশেষ আদব	১০৯
ছফরের দরুণ কোন আমল ছুটিয়া গেলে ?	,,
ছফর হইতে যথাসত্তর ফিরিয়া আসা	,,
জেহাদের জন্য মাতা-পিতার অনুমতি গ্রহণ করা	১১০
কোন পশুর গলায় ঘন্টা ইত্যাদি লটকাইয়া দেওয়া	১১০
বন্দীগণকে কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া	,,
মোসলেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বন্দী হইয়া বেহেশত লাভের সুযোগ	,,
শিশু ও নারী হত্যা করা	,,
অগ্নিদগ্ধ করিয়া শাস্তি দেওয়া	১১১
ঘর-বাড়ী বা বাগ-বাগিচা অগ্নিদগ্ধ করা	১১২
যুদ্ধ কামনা করা চাই না	১১৩
জেহাদে কৌশল অবলম্বন করা	,,
জেহাদে তারানা পড়া	১১৪
জেহাদের সময় আত্মগর্বের উক্তি করা	,,
বন্দীকে মুক্ত করিয়া আনা	১১৫
গুপ্তচরকে প্রাণদণ্ড দেওয়া	,,

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুগত সংখ্যালঘুদের রক্ষার্থে প্রয়োজনে যুদ্ধ করা	১১৫
ইসলামী বিধানে গরীব-পোষণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব	,,
সরকার কর্তৃক আদমশুমারী করা	১১৬
ইসলামের সেবা-সাহায্য ফাছেক ফাজের দ্বারাও হয়	১১৭
মোসলমানের কোন সম্পদ কাফেরদের কবলিত হওয়ার পর মোসলমানগণ পুনঃ ঐ বস্তু হস্তগত করিলে পূর্ববর্তী মোসলমান মালিক উহার অধিকারী হইবে	১১৮
গণিমতের মালে খেয়ানত করা	,,
গণিমতের মালে অল্প খেয়ানতেরও পরিণাম ভয়াবহ	১১৯
কোন দেশ ইসলামী শাসনে আসিয়া গেলে তথা হইতে হিজরত করার ফজিলত নাই	,,
মোজাহেদগণকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা	,,
ছফর হইতে প্রত্যাবর্তনে এই দোয়া পড়িবে	১২০
ছফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নামায পড়া	,,
বিদেশ হইতে নিজ বাড়ী প্রত্যাবর্তনে সাক্ষাৎকারীদের আদর-আপ্যায়ণ করা	১২১
জেহাদে হস্তগত ধন-সম্পদ	,,
জেহাদে আত্মনিয়োগকারীর ধনের উন্নতি	১২৩
গণিমতের পঞ্চমাংশ হইতে কোন মোজাহেদকে অতিরিক্ত প্রদান করা বা কোন অতিরিক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা	১২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
জেহাদে নিহত শত্রুর ব্যবহার্য্য বস্তুসমূহ হত্যাকারী পাইবে—ঘোষণা দেওয়া হইলে ?	১২৮
রণাঙ্গণে হস্তগত খাদ্যবস্তু প্রয়োজনে খাইতে পারে	১৩২
অমুসলিমদের উপর জিযিয়া প্রবর্তন করা	১৩২
ইহুদীদেরে আরব ভূ-খণ্ড হইতে বহিস্কারের আদেশ	১৩৪
বিভিন্ন বিষয়	১৩৫
রসুলুল্লার (দঃ) পরিচালিত জেহাদসমূহের বর্ণনা	১৩৬
সর্বপ্রথম জেহাদ	১৪১
হামযাহ (রাঃ)-এর অভিযান	,,
ওবায়দা (রাঃ)-এর অভিযান	,,
সায়াদ ইবনে আবু ওক্কাস (রাঃ)-এর অভিযান	,,
গয্ওয়া আব্ওয়া বা ওয়াদ্দান	১৪২
গয্ওয়া বাওয়াত—গয্ওয়া ওসায়রা	,,
গয্ওয়া ছাফওয়ান	১৪৩
আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রাঃ)-এর গোয়েন্দা দল	,,
বদরের জেহাদ	১৪৫
বদর জেহাদের সূচনা	১৪৬
মোসলেম বাহিনী মক্কার শসস্ত্র বাহিনীর মুখামুখী	১৫৩
মক্কার সশস্ত্র বাহিনীর সহিত মোসলেমদের যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়াই আল্লার ইচ্ছা ছিল	১৫৫
ছাহাবীগণের চরম কোরবাণী	১৫৬
জেহাদের প্রারম্ভে আল্লার দরবারে রসুলুল্লার কাকুতি-মিনতির করুণ দৃশ্য	১৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
বদর জেহাদে আল্লার বিশেষ সাহায্য	১৬২
বদর যুদ্ধে ইবলিস শয়তানের ভূমিকা	১৬৬
বদরের জেহাদে মোসলমানদের সৈন্য সংখ্যা	১৬৮
যুদ্ধ আরম্ভ	১৭০
যুদ্ধের ফলাফল	১৭২
আবু জহল নিহত হওয়ার ঘটনা	১৭৩
উমাইয়া ইবনে খলফের মৃত্যু	১৭৫
নিহত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী	১৭৬
যুদ্ধের পর	১৭৭
মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে	১৭৮
বিজয়ের সংবাদ মদীনায়	১৮০
বন্দীদের সম্পর্কে ব্যবস্থাবলম্বন	১৮১
রসুলুল্লার চাচা বন্দীরূপে	১৮৩
রসুলুল্লার জামাতা বন্দীরূপে	১৮৪
বদর জেহাদের বৈশিষ্ট্য	১৮৫
বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণকারীগণের বিশেষ ফজিলত ও মর্তবা	১৮৬
বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণকারীদের নাম	১৮৯
বদর-যুদ্ধের ফলাফলের প্রতিক্রিয়া	১৯০
বনু-কাইনুকার বিদ্রোহ ও তাহাদের পতন	১৯২
বনু-নজীর ইহুদীদের বিদ্রোহ এবং তাহাদের পতন	১৯৫
কায়া'ব ইবনে আশরাফের হত্যা	১৯৮
আবু-রাফে ইহুদীর হত্যা	২০১
ওহোদের জেহাদ	২০৩
মূল ঘটনার প্রাথমিক বয়ান	২০৪
সৈন্য দলের সাজাই	২০৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
মোনাফেক দলের যোগদান বর্জন	২০৭
মোনাফেকদের কার্যের অশুভ প্রতিক্রিয়া	২০৮
রণাঙ্গনের দৃশ্য	২০৯
উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যা	২১১
যুদ্ধ আরম্ভ ও মোসলমানদের বিজয় দৃশ্য	,,
মোসলমানদের পক্ষে পরাজয়ের দৃশ্য ও উহার কারণ	,,
সতর্কবাণী	২১৪
একটি ভুল	২১৫
হাম্‌যা রাজিয়াল্লাহু আনহু শাহাদত	২২২
ওহোদের জেহাদে হযরতের আঘাতসমূহ	২২৪
ওহোদের রণাঙ্গনে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত	২২৭
মোসলমান সৈন্যদের ত্রুটি-মার্জনার ঘোষণা	২২৮
মোসলমানদেরে বুঝ-প্রবোধ দান এবং ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে সুফল দানের বয়ান	২২৯
জয়, না পরাজয়	২৩৫
শহীদানের কাফন-দাফন	২৩৭
মোসলমানগণের অক্ষুন্ন মনোবল	২৩৮
ওহোদের জেহাদের ফলাফল সম্পর্কে রসুলুল্লার স্বপ্ন	২৩৯
ওহোদের জেহাদে আনছারগণের বিশেষ ভূমিকা	২৪১
মৃত্যুকালে ওহোদের শহীদগণ হইতে রসুলুল্লার বিদায় গ্রহণ	২৪২
বীরে-মউনার ঘটনা	২৪৮
খন্দকের জেহাদ	২৫২
বনু-কোরায়জার অপরাধ এই ধরণের ছিল	২৬১
জাতুর-রেকার জেহাদ	২৬৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
হোদায়বিয়ার জেহাদ	২৬৮
ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এই	২৬৯
শর্ত সমূহ নিম্নরূপ ছিল	২৭৩
উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে নিম্নের হাদীছ-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে	২৭৬
বায়আতে রেজওয়ান	২৮৬
হোদায়বিয়ার ঘটনার বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা	২৮৮
হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির বিশেষ গুরুত্ব	২৯১
হোদায়বিয়ার ঘটনায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের ফজিলত	২৯৬
ছোট একটি অভিযান	২৯৮
জী-কারাদের অভিযান	৩০০
খয়বরের জেহাদ	৩০১
রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বিষ প্রয়োগের ঘটনা	৩১০
মুতার জেহাদ	৩১১
একটি ছোট অভিযান	৩১৫
মক্কা বিজয় অভিযান	,,
এই মহাবিজয় কালে হযরত (দঃ) কর্তৃক সোনালী আদর্শ স্থাপন	৩১৮
মক্কা বিজয়ের দিন হযরতের ভাষণ	৩২২
মক্কা বিজয় দিনে কতিপয় বিশেষ ঘোষণা	৩৩০
মক্কা বিজয়ের প্রতিক্রিয়া	৩৩২
মক্কা এবং উহার সমগ্র এলাকা হইতে মূর্তি ভাঙ্গার অভিযান	৩৩৩
হোনায়নের জেহাদ	৩৩৪
আওতাসের জেহাদ	৩৪১
তায়েফের জেহাদ	৩৪৩
বিভিন্ন এলাকায় মোজাহেদ বাহিনী প্রেরণ	৩৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
গয্ওয়া-জাতুস্ সালাসেল	৩৪৮
গয্ওয়া-সীফুল বাহার	,,
তবুকের জেহাদ	৩৪৯
তবুকের জেহাদে না যাওয়ায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা	৩৫১
তবুক অভিযানের পথে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তি	৩৬০
বহির্বিশ্বের প্রতিনিধি দল সমূহের আগমন	৩৬২
তায়েফের প্রতিনিধি দল	৩৬৩
বনু-তামীম প্রতিনিধি দল	৩৬৪
বনু-হানিফার প্রতিনিধি দল	৩৬৫
ইয়ামানবাসীদের প্রতিনিধি দল	৩৬৬
তাঈ গোত্রের প্রতিনিধি দল	৩৬৭
উসামা বাহিনী প্রেরণ	৩৬৮
নিখিল সৃষ্টির আদি কথা	৩৭১
ঊর্দ্ধ জগতের সব কিছু আল্লার সৃষ্টি	৩৭৪
ফেরেশতা সম্পর্কে বর্ণনা	৩৭৬
বেহেশতের বিবরণ	৩৮৭
দোযখের বয়ান	৩৯০
ইবলিস ও তাহার দলের কার্যকলাপ	৩৯২
জ্বিন সম্প্রদায় এবং তাহাদের বেহেশত লাভ	৪০২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

(বিভিন্ন বিষয়ে)

অংশীদারীর বয়ান

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ব্যবসা করার জন্য অংশীদারীরূপে পুঁজি বিনিয়োগে কতিপয় লোকের একত্রিত হওয়া, কিম্বা নিজ নিজ শ্রম বা প্রভাবের দ্বারা আয়-উপার্যনে অংশীদাররূপে কতিপয় লোকের একত্রিত হওয়া—অর্থাৎ মূল অংশীদারী কোন বস্তুর উপর নহে ; ভবিষ্যৎ ব্যবসা বা কার্য্যকে কেন্দ্র করিয়া অংশীদারী প্রতিষ্ঠা করা—ইহাকে শরীতের ভাষায় "শিরকতে-আক্‌দ" তথা পরস্পর স্বীকৃতি-বন্ধনের মাধ্যমে অংশীদারী বলা হয়। আর এক হইল—নির্দিষ্ট বস্তু বা বস্তুসমূহের মালিকানা সত্বে অংশীদারী সৃষ্টি হওয়া ; যেরূপ মৃতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অংশীদারী হইয়া থাকে। বা ঐরূপ অংশীদারী সৃষ্টি করা ; যেরূপ নিজেদের কোন চিজ-বস্তু একত্রিত করিয়া সকলে শরীক হওয়া—ইহাকে শরীয়তের ভাষায় "শিরকতে মিল্‌ক" তথা মালিকানা সত্বে অংশীদারী বলে। উভয় শ্রেণীর অংশীদারীর বিধানগত ধারা-উপধারায় পার্থক্য আছে, যাহা ফেকাহ শাস্ত্রে বর্ণিত রহিয়াছে। বোখারী (রঃ) এখানে শুধু দ্বিতীয় শ্রেণীর অংশীদারীর বিভিন্ন মছআলাহ আলোচনা করিয়াছেন।

অংশীদারদের ভাগ-বন্টনের সাধারণ একটি মছআলাহ এই যে, প্রত্যেক অংশীদার নিজ নিজ অংশ পরিমাণ ভাগ পাইবে। আরও একটি মছআলাহ এই যে, যদি বন্টনের জিনিষ এক জাতীয় বস্তু হয় ; যেমন, চাউল বা খেজুর তবে আন্দাজ ও অনুমান করিয়া উহা ভাগ বন্টন করা জায়েয হইবে না ; সঠিকরূপে মাপ বা ওজনের মাধ্যমে উহা ভাগ করিতে হইবে।

ভাগ-বন্টনের উক্ত মছআলাহদ্বয়কে একটি ক্ষেত্রে শরীয়ত কর্তৃক শিথিল করা হইয়াছে। উক্ত ক্ষেত্রটি সম্পর্কে বোখারী (রঃ) আলোচনা করিয়াছেন ; যাহা এই—

কতিপয় সহযাত্রী, সহকর্মী বা সহবাসী সঙ্গী-সাথী নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বা পরস্পর সহানুভূতির উদ্দেশ্যে নিজেদের খাদ্য-খাবার বা সকলের যে কোন ব্যয় ও খরচের বস্তু একত্রিত করিয়া পরে নিজেদেরই মধ্যে ভাগ-বন্টন করে বা ব্যয় করে, এই ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত মছআলাহদ্বয়ের বাধ্যবাধকতা প্রযোয্য নহে। এই ক্ষেত্রে ভাগ-বন্টনে

প্রত্যেক অংশীদারের ভাগ তাহার অংশ পরিমাণে হওয়ার প্রয়োজন নাই ; যেমন একত্রিত করার সময় কেহ এক সের, কেহ তিন পোয়া, কেহ আধ সের, কেহ এক পোয়া দিয়াছে ; বণ্টনের সময় প্রত্যেকে সমপরিমাণ আধ সের করিয়া গ্রহণ করিলে তাহা জায়েয হইবে। তদ্রূপ একত্রিত করার সময় প্রত্যেকজন সমপরিমাণ এক সের হিসাবে দিয়াছে। বণ্টনের সময় প্রত্যেকে নিজ প্রয়োজন পরিমাণ—কেহ সোয়া সের কেহ তিন পোয়া, কেহ এক পোয়া গ্রহণ করিয়াছে ইহাও জায়েয। এতদভিন্ন এইরূপ ক্ষেত্রে বণ্টনের বস্তু একই জাতীয় হওয়া সত্ত্বেও ভাগ-বণ্টনে মাপ-ওজনের প্রয়োজন নাই ; আন্দাজ ও অনুমানের উপর ভাগ-বণ্টন করা জায়েয।

১২০১। হাদীছ :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক দল সৈন্যকে কোরায়েশদের এক দল বণিকের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য সমুদ্র তীরবর্তী রাস্তায় পাঠাইলেন এবং আবু ওবায়দা-তুবনুল-জার্‌রাহ (রাঃ)কে আমীর ও প্রধান কর্তারূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সৈন্য দলের সংখ্যা তিন শত ছিল এবং আমিও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। পথিমধ্যেই আমাদের খাদ্য ঘাটতি দেখা দিল। তখন আমাদের আমীর আবু ওবায়দা (রাঃ) আদেশ করিলেন, প্রত্যেকের নিকট যাহা কিছু খাদ্যবস্তু আছে সব একত্রিত করা হউক। তাহাই করা হইল এবং দুই বস্তা খেজুর মওজুদ হইল। অতঃপর তিনি স্বয়ং প্রতি দিন অল্প অল্প করিয়া খাদ্য আমাদিগকে বণ্টন করিয়া দিতে লাগিলেন। এতদসত্ত্বেও উহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, এমনকি আমরা মাথাপিছু মাত্র একটি খুরমা পাইতেছিলাম। ঘটনা বর্ণনাকারী জাবের (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, মাত্র একটি খুরমায় একটি লোকের কি হইত ? জাবের (রাঃ) বলিলেন, যখন ঐ একটি হইতেও বঞ্চিত থাকিতে হইল তখন ঐ একটিরই মূল্য বোধ হইল।

ইতিমধ্যেই আমরা সমুদ্রের নিকটবর্তী পৌঁছিয়া সমুদ্র তীরের অদূরে একটি বিরাট বালুচরের ন্যায় দেখিলাম। আমরা উহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, উহা একটি বিরাটকায় মৎস্য ; যাহার নাম "আম্বর"। প্রথমে আমাদের আমীর উহাকে একটি মৃতজীব বলিয়া উহা খাইতে ইতস্ততঃ করিলেন। অতঃপর তিনি আমাদিগকে বলিলেন, ইহা খাইতে দ্বিধা বোধ করার কারণ নাই, যেহেতু আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রেরিত লোক এবং আল্লার রাস্তায় বাহির হইয়াছি। এতদ্ভিন্ন তোমরা সকলেই খাদ্যাভাবে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছ, তাই তোমরা ইহা খাইতে পার। সেই স্থানে আমাদের দীর্ঘ এক মাস কাল অবস্থান করিতে হইল। আমরা তিন শত সৈনিক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐ মৎস্যটিই খাইতেছিলাম, এমনকি ঐ মৎস্য খাওয়ার ফলে আমাদের শরীর মোটা-তাজা হইয়া গেল।

আমরা উহার চোখের গর্ত হইতে সূর্য্য-তাপে উহার গলিত তৈল কলস ভরিয়া ভরিয়া উঠাইতাম এবং এত এত কলস উঠাইয়াছিলাম। একদা আমাদের সেনাপতি আমীর

আবু ওবায়দা (রাঃ) আমাদের মধ্য হইতে তেরজন লোককে উহার চোখের গর্তের মধ্যে বসাইয়া দিলেন। অন্য এক দিন তিনি উহার একটি পাঁজরের কাঁটা উঠাইয়া ধরিলেন এবং আমাদের মধ্য হইতে সর্বাধিক দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে সর্বাধিক উচু একটি উটের উপর আরোহণ করাইয়া ঐ কাঁটাটির তলদেশে যাতায়াত করাইলেন, তাহাতে কাঁটাটির বাঁক তাহার মাথা স্পর্শ করিল না। অতঃপর আমরা তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি করিলাম এবং সঙ্গে ঐ মৎস্যের কিছু মাংস-খণ্ড নিলাম। মদীনায় আসিয়া আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পূর্ণ ঘটনা বলিলাম। তিনি বলিলেন, উহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য একটি বিশেষ রিজিক ও খাদ্য সামগ্রী ছিল। তোমাদের নিকট উহার কোন অংশ থাকিলে আমাকেও খাইতে দাও। আমরা কিছু অংশ তাঁহার জন্য পাঠাইয়াদিলাম, তিনি উহা খাইলেন। (মাছ যত বড়ই হউক, মরা হইলেও উহা হালাল।)

ব্যাখ্যা ঃ— আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত ঘটনার প্রথমাংশে উল্লেখ করা হইয়াছে, সৈন্য দলের প্রত্যেকের নিকট হইতে খাদ্য সংগ্রহ করতঃ একত্র করা হয়, অতঃপর উহা হইতে সকলকে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় সন্দেহের কারণ হয়। প্রথম এই যে, অনেক সময় প্রত্যেকের নিকট হইতে গৃহীত বস্তু সমপরিমাণ হয় না। দ্বিতীয় এই যে, অনেক সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পরিমাণে খাইয়া থাকে। এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও এইরূপ এজমালী কার্য্য পরিচালনাকে জায়েয গণ্য করা হইয়াছে। কারণ, এইরূপ ক্ষেত্রে কড়া-ক্রান্তির হিসাব সম্ভব নহে। এতদ্ভিন্ন এইরূপ স্থলে স্বভাবতঃ প্রত্যেকেই সৌজন্যমূলক বা প্রয়োজনের তাকিদে ঐ বিভিন্নতাকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়া থাকে।

১২০২। **হাদীছ ঃ**—সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (কোন এক জেহাদের সফরে) সকলের খাদ্যবস্তুই নিঃশেষ হইয়া আসিল। সকলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া যানবাহন উট জবেহ করিয়া খাইবার অনুমতি লইয়া গেল। ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পর সকলেই তাঁহাকে এই অনুমতির সংবাদ জ্ঞাত করিল। তিনি বলিলেন, যানবাহন শেষ হইয়া গেলে (পথি মধ্যে) তোমাদের বাঁচিবার উপায় কি? এই বলিয়া ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটও উপস্থিত হইলেন এবং ঐ কথাই বলিলেন। নবী (দঃ) তাঁহার যুক্তি গ্রহণ পূর্বক তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন, সকলকে জানাইয়া দাও—প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ খাদ্যবস্তু আমার নিকট উপস্থিত করে। অতঃপর একটি চামড়ার দস্তরখান বিছান হইল; সকলেই নিজ নিজ খাদ্যবস্তু উহাতে একত্রিত করিল (—যাহা নিতান্তই অল্প ছিল)। নবী (দঃ) উহার নিকটবর্তী দাঁড়াইয়া বরকতের দোয়া করিলেন। অতঃপর সকলকে খাদ্যবস্তু সংগ্রহের পাত্র লইয়া উপস্থিত হইতে বলিলেন। সকলে উপস্থিত হইল এবং প্রত্যেকে অঞ্জলি ভরিয়া নিজ নিজ পাত্র ভরিল। এই অলৌকিক ঘটনা দৃষ্টে নবী (দঃ) বলিলেন, (বাস্তবিক) আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লার রসুল।

১২০৩। হাদীছ ঃ—আবু মুছা আশআ'রী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাছাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আশআ'র গোত্রের লোকগণ অত্যন্ত ভাল। তাহাদের অভ্যাস এই যে, ভ্রমণ অবস্থায় তাহাদের খাদ্যবস্তুর ঘাটতি দেখা দিলে বা বাড়ীতে উপস্থিত থাকাবস্থায় পরিবারবর্গের খাদ্যাভাব দেখা দিলে তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ খাদ্যবস্তু একত্রিত করিয়া অতঃপর সমপরিমাণে বণ্টন করিয়া লয়। এই সমস্ত লোকগণ বস্তুতঃ আমার পছন্দনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে এবং আমি তাহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসি।

ব্যাখ্যা ঃ—হাসান বছরী (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা নিজ নিজ ব্যবহারিক বস্তু একত্রিত করিয়া এজমালীরূপে ব্যবহার কর, ইহা অধিক বরকতের কারণ এবং সদাচার ও সুচরিত্রের পরিচায়ক।

কোন বস্তু ক্রয়ে অংশীদার হওয়া

১২০৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে হেশাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার মাতা তাঁহাকে শিশুকালে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করিয়া আরজ করিলেন—ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার এই ছেলেকে দীক্ষা দান করুন; রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সে-ত শিশু! অতঃপর তিনি তাহার মাথায় হাত বুলাইলেন এবং (বরকত ও উন্নতির) দোয়া করিলেন।

উক্ত আবদুল্লাহ ইবনে হেশাম ছাহাবীর পৌত্র বর্ণনা করিয়াছেন, অনেক সময় আমার দাদা আমাকে লইয়া ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাজারে যাইতেন এবং কোন খাদ্যবস্তু ক্রয় করিতেন, এমতাবস্থায় বিশিষ্ট ছাহাবীদ্বয়—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন, আপনার এই ক্রীত বস্তুর মধ্যে আমাদিগকে অংশীদার করিয়া লউন; রসুলুল্লাহ (দঃ) আপনার জন্য বরকত ও উন্নতির দোয়া করিয়াছেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই দোয়ার ফলে তিনি এক এক ব্যবসায় লভ্যাংশে এক একটি উট উপার্জন করিয়া বাড়ী পাঠাইতেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● ভাগ-বণ্টনে বিভিন্ন জিনিষের মূল্যমান নির্দ্ধারণের প্রয়োজন হইলে তাহা করিবে, কিন্তু ন্যায়-পরায়ণতার সহিত তাহা করিবে (৩৩৯ পৃঃ) ● ভাগ বা খণ্ডসমূহ নির্দ্ধারণের পর অংশীদারদের মধ্যে তাহা বিতরণে প্রয়োজন হইলে লটারি করা যায় (ঐ) ● ভাগ-বাটোয়ারা গ্রহণ করার পরে কোন অংশীদার উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না (ঐ)। ● অমোসলেমের সহিত কৃষিকর্মে বা ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশীদার হওয়া যায় (৩৪০ পৃঃ)। ● ভাগ-বণ্টনে দশটি বকরী একটি একটি উটের সমান ধরা যায় (৩৪১ পৃঃ)। অর্থাৎ ছোট-বড় বিভিন্ন শ্রেণীর একত্রিত বস্তুর বণ্টনে মূল্যমানের ভিত্তিতে অংশ নির্দ্ধারণ করা যায়।

● এক সঙ্গে খাওয়া কালে সাথীদের অনুমতি ব্যতিরেকে এক গ্রাসে দুইটি খেজুর খাইবে না (৩৩৮ পৃঃ)। অর্থাৎ শরীক বা অংশীদারদের হক একটি বড় আমানত; সর্বক্ষেত্রে ইহার পূর্ণ লক্ষ্য রাখা বিশেষ কর্তব্য। এমনকি যদি কতিপয় ব্যক্তি একত্রে খাইতে বসে এবং খাদ্য সামগ্রিতে তাহাদের সকলের হক সমান হয়—যেমন অন্য কেহ তাহাদের সকলের জন্য খাদ্য প্রদান করিয়াছে; সে ক্ষেত্রে যদি খাদ্য সীমিত হয় এবং একজনে বেশী খাইলে অপর জনের তৃপ্তি লাভ হইবে না আশঙ্কা থাকে—এরূপ ক্ষেত্রে পরস্পর একে অন্যের চেয়ে বেশী খাওয়ার পন্থা অবলম্বন করা, যেমন অন্যের তুলনায় বড় গ্রাস গ্রহণ করা অন্যায় ও অপরাধ পরিগণিত হইবে।

রেহেন বা বন্ধক রাখা

১২০৫। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একবার স্বীয় পরিবারের জন্য মদীনাস্থিত এক ইহুদীর নিকট হইতে কিছু জব বাকি ক্রয় করিয়াছিলেন এবং উহার মূল্যের জন্য তিনি স্বীয় লৌহবর্ম ঐ ইহুদীর নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন।

(নবী (দঃ) সদা দান-খয়রাত করিয়া রিক্ত হস্ত থাকিতেন; এমনকি) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (দঃ) বলিলেন, অদ্য বিকালে মোহাম্মদের পরিবারবর্গের নিকট গম বা অন্য কোন খাদ্যবস্তু চার সের পরিমাণও নাই, অথচ হযরতের পরিবারে নয়টি সংসার ছিল। (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম।)

ইমাম বোখারী (রঃ) এখানে ১১১০ নং হাদীছখানাও উল্লেখ করিয়াছেন।

বন্ধক বস্তুকে ব্যবহার বা ভোগ করা

রেহেনী বস্তুর মালিক যেহেতু রেহেনদাতা, তাই ঐ বস্তুর আয় ও উৎপন্নের মালিক ও অধিকারী একমাত্র রেহেনদাতা। রেহেন গ্রহীতা ঐ বস্তুর কোন আয়-উৎপন্ন ভোগ করিতে পারিবে না বা ঐ বস্তুকে ব্যবহারও করিতে পারিবে না। যেমন কোন গাভী, ছাগল ইত্যাদি পশু রেহেন রাখা হইয়াছে, উহার দুগ্ধ বা উহার উপর আরোহণ করা, কিম্বা কোন জমি রেহেন রাখিয়াছে উহার ফল-মূল ইত্যাদি সব কিছুর মালিক ও অধিকারী রেহেনদাতা হইবে, রেহেন গ্রহীতা এই সব বস্তুর কোনরূপ স্বত্বাধিকারী হইবে না, ইহা শরীয়তের সুনির্দিষ্ট বিধান। যদি রেহেন গ্রহীতা নিয়মতান্ত্রিক বিনিময় ব্যতিরেকে ঐরূপ কোন বস্তু ভোগ করে তবে তাহা সুদ গণ্য হইবে। তবে—রেহেন গ্রহীতা ঐসব উৎপন্ন রেহেনদাতাকে তখনই দিয়া দিতে বাধ্য নহে; উহাকে আসল বস্তুর সহিত রেহেনরূপে আবদ্ধ রাখিতে পারে। এমনকি যদি উহা পচনশীল বস্তু হয়, যেমন বাগানের ফল, পশুর দুগ্ধ ইত্যাদিকে রেহেনদাতা মালিকের মাধ্যমে এবং সে রাজী বা উপস্থিত না হইলে কাজী তথা জজের মাধ্যমে বিক্রি করিয়া বিক্রয়লব্ধ বস্তু রেহেনরূপে আবদ্ধ রাখিতে পারে।

অবশ্য রেহেনী বস্তুর অস্তিত্ব যদি ব্যয় সাপেক্ষ হয়, যেমন—কোন পশু, যাহার ঘাস-পানির ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এমতাবস্থায় ঐ ব্যয় সমূহও রেহেনদাতাকেই বহন করিতে হইবে, এমনকি উহার তত্ত্বাবধানের জন্য যদি কোন চাকর নিয়োগ করিতে হয় তবে তাহার ব্যয়ও ঐ রেহেনদাতাকেই বহন করিতে হইবে। যদি রেহেনদাতা এই ব্যয়ভার বহনে অস্বীকৃত হয় তবে রেহেন গ্রহীতা (জজের অনুমতি লইয়া) রেহেনী বস্তুর ব্যয়ভার বহন করতঃ উহাকে সেই পরিমাণ ব্যবহার এবং সেই পরিমাণে উহার আয় ভোগ করিতে পারিবে। একমাত্র এইরূপ ব্যবস্থাকেই নিম্নে বর্ণিত হাদীছের তাৎপর্য্য সাব্যস্ত করা যাইতে পারে।

১২০৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, রেহেনী পশুর উপর আরোহণ করা যাইবে এবং উহার দুগ্ধ পান করা যাইবে উহার ব্যয়ের বিনিময়ে।

মছআলাহ ঃ—অমোসলেমের নিকটও রেহেন রাখা যায় (৩৪১ পৃঃ)।

মছআলাহ ঃ—রেহেনদাতা ও রেহেন গ্রহীতার মধ্যে কোন বিষয়ের বিরোধ সৃষ্টি হইলে দাবীদার যে হইবে তাহাকে সাক্ষী পেশ করিতে হইবে, অন্যথায় অস্বীকারকারী কসম খাইবে (৩৪২ পৃঃ)।

ক্রীতদাস আজাদ ও মুক্ত করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—.....فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَامٌ فِىْ

অর্থাৎ যে সমস্ত আমলের দ্বারা মানুষের পরকালীন উন্নতি সাধিত হয়, কিন্তু উহা কঠিন বোধ হয় তাহা এই—দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষকে মুক্তিদান করা অথবা অভাবের দিনে বুভুক্ষু আত্মীয় এতিমকে বা নিরুপায় অভাবী মিছকীনকে খাদ্য দান করা।

১২০৭। হাদীছ ঃ— قال ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا رَجُلٍ اَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اِسْتَنْقَذَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ ○

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি কোন দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ মোসলমানকে আজাদ ও মুক্ত করিবে আল্লাহ তায়ালা সেই লোকটির প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গকে দোযখ হইতে মুক্তি দান করিবেন।

হোসাইন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আলী (রঃ) উক্ত হাদীছ শুনিতে পাইয়া তাঁহার এমন একটি ক্রীতদাসকে মুক্তি দান করিলেন যেই ক্রীতদাসটির মূল্য এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা দেওয়া হইতে ছিল।

কিরূপ ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম

১২০৮। **হাদীছ ঃ**—আবু-জর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সর্বোত্তম আমল ও নেক কার্য্য কি? নবী (দঃ) বলিলেন, আল্লার প্রতি ঈমান স্থাপন করা এবং আল্লার রাস্তায় জেহাদ করা। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কিরূপ ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম? নবী (দঃ) বলিলেন, অধিক মূল্যবান ও মালিকের নিকট অধিক পছন্দনীয় ক্রীতদাস।

এজমালী ক্রীতদাস হইতে স্বীয় অংশ মুক্ত করিলে?

১২০৯। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করতঃ এইরূপ ফতওয়া দিতেন যে, এজমালী ক্রীতদাস-দাসী হইতে কোন অংশীদার স্বীয় অংশ আজাদ করিলে ঐ ক্রীতদাসের সম্পূর্ণকে আজাদ করা তাহার জিম্মায় ওয়াজেব হইবে—এইরূপে যে, অভিজ্ঞ লোকের বিবেচনা অনুযায়ী ঐ ক্রীতদাসের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইবে এবং অংশীদারগণের অংশ পরিমাণ মূল্য ঐ ব্যক্তি পরিশোধ করতঃ পূর্ণরূপে মুক্তিদান করিবে। (কিছু অংশ মুক্ত কিছু অংশ গোলাম—এই অবস্থা স্থায়ী হওয়া শরীয়তের বিধান বিরোধী।)

১২১০। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এজমালী ক্রীতদাসের অংশ যে ব্যক্তি আজাদ করিবে বাকি অংশ মুক্ত করা তাহারই কর্তব্য হইবে—যদি তাহার সামর্থ থাকে; নতুবা ক্রীতদাসটির মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া অবশিষ্ট অংশের মূল্য স্বয়ং ক্রীতদাস সাধ্যানুসারে উপার্জন করিয়া পরিশোধ করিবে।

১২১১। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) স্বীয় ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ব্যক্ত করতঃ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট হইয়া (রাত্রির অন্ধকারে) স্বীয় বস্তি অতিক্রম করতঃ মদীনার প্রতি ছুটিয়া আসিতেছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার একটি ক্রীতদাস ছিল। পথিমধ্যে তাঁহারা একে অন্যকে হারাইয়া ফেলিলেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) মদীনায় পৌঁছিয়া ইসলাম গ্রহণ পূর্বক একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলেন। হঠাৎ হযরত (দঃ) বলিলেন, হে আবু হোরায়রা! ঐ দেখ—তোমার ক্রীতদাসটি আসিতেছে। আবু হোরায়রা (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, আপনি সাক্ষী থাকুন—ক্রীতদাসটি আজ হইতে আজাদ ও মুক্ত।

আবু হোরায়রা (রাঃ) স্বীয় বস্তি ত্যাগ করার রাত্রিটির অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করতঃ এই রুয়েতটি বলিয়া থাকিতেন।

يا ليلة من طولها وعنائها ... على انها من دارة الكفر نجت

অর্থ—সেই রাত্রিটি কতই না প্রশস্ত ছিল এবং সেই রাত্রে কতই না কষ্ট-যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সবই অন্তর হইতে মুছিয়া গিয়াছে, যেহেতু ঐ রাত্রিটিই আমাকে আল্লাদ্রোহিতার দেশ হইতে পরিত্রাণ দিয়াছে।

যে দাস-দাসী পরওয়ারদেগারের বন্দেগী সুষ্ঠুরূপে করে এবং মনীবের সেবাও সুচারুরূপে করে?

১২১২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দাস-দাসী যখন একনিষ্ঠতার সহিত মনীবের সেবা করে এবং সর্ব শ্রদ্ধার পাত্র স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের বন্দেগীও সুষ্ঠুরূপে করে তখন সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হয়।

দাসীকে ভালরূপে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করা

১২১৩। হাদীছ ঃ—আবু মূছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় দাসীর চরিত্র সংশোধন ও শিক্ষা দান সুন্দরভাবে করিয়াছে। অতঃপর তাহাকে মুক্ত করিয়াছে এবং স্বীয় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছে সে দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করিবে। আর যে দাস আল্লাহ তায়ালার হক আদায় করে এবং স্বীয় মনীবদেরও হক আদায় করে তাহারও দ্বিগুণ ছওয়াব হইবে।

এই পরিচ্ছেদে ৮০নং হাদীছটিও উল্লেখ হইয়াছে।

১২১৪। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সৎ ও নেককার ক্রীতদাস নেক কাজে দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করিয়া থাকে। আবু হোরায়রা (রাঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করিয়া বলেন, যেই আল্লার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আল্লার রাস্তায় জেহাদ করা, আল্লার দরবারে গ্রহণোপযোগী হজ্জ করা ও মাতার খেদমত করা—এই সব বড় বড় নেক কার্য্যে (দাসত্বের দ্বারা) বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না হইত তবে আমি ক্রীতদাস থাকিয়া মৃত্যু হওয়ার অভিলাষী হইতাম।

১২১৫। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ مَا لِاَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ ٥

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ (ক্রীতদাস) ব্যক্তির অবস্থা কতই না ভাল—যে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার এবাদৎ উত্তমরূপে করিয়া থাকে এবং স্বীয় মনীবের প্রতিও মঙ্গলকামী হয়।

দাস-দাসীর উপর ঔদ্ধত্যের ভাষা ব্যবহার করিবে না

১২১৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তোমাদের কেহ নিজের সম্পর্কে (ভৃত্যকে আদেশ করিতে) এইরূপ বলিবে না—"তোমার প্রভুকে খানা আনিয়া দাও, তোমার প্রভুকে অজুর পানি আনিয়া দাও, তোমার প্রভুকে পানীয় আনিয়া দাও।" (কারণ ইহাতে ঔদ্ধত্য এবং অহঙ্কার প্রকাশ পায়, কিন্তু) ভৃত্য মনীবকে সম্মান দেখাইবে এবং এইরূপ বলিবে—"আমার মনীব, আমার সাহেব। এবং কেহ (স্বীয় ভৃত্যকে) আমার দাস; আমার দাসী বলিবে না; আমার সেবক, আমার সেবিকা বলিবে (আরবী ভাষায়) গোলামও বলা যায় (যাহার অর্থ যুবক)।

ব্যাখ্যা ঃ—ইসলাম ও ঈমানের মূল হইল তৌহিদ—এই তৌহিদ বা একত্ববাদকে অন্তরে গাঁথিয়া আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এই তৌহিদের উপর মুখে শপথ গ্রহণ পূর্বক স্বীকারোক্তি করা ও ঘোষণা দেওয়া ইসলাম ও ঈমানের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বস্তু। অতঃপর সর্বদা বিশেষ সতর্কতার সহিত অন্তরকে সেই তৌহিদের বরখেলাফ ও বিপরীত ভাবধারা খেয়াল ও কল্পনা হইতে পবিত্র ও সংযত রাখায় সচেষ্ট থাকিতে হইবে। তদ্রূপ মুখকেও সেই তৌহিদের বরখেলাফ ও বিপরীত বাক্য উচ্চারণ করা হইতে সংযত রাখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই শরীয়ত যেরূপ আন্তরিক বিশ্বাস ও ভাবধারার ব্যাপারে বাছ-বিচার ও বাধাবাধকতা আরোপ করিয়া থাকে; তদ্রূপ বাক্য, বচন, শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারেও সতর্কতা ও সাবধানতার পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। যেমন—আলী বখ্‌শ, হোছাইন বখ্‌শ, রসুল বখ্‌শ, পীর বখ্‌শ, ইত্যাদি নাম রাখা নিষিদ্ধ। কারণ, "আলী" বলিতে সাধারণতঃ ব্যক্তি বিশেষকে বুঝায়, "আলী বখ্‌শ" অর্থ আলীর দানকৃত "হোছাইন বখ্‌শ" অর্থ হোছাইনের দানকৃত এবং "রসুল বখ্‌শ" অর্থ রসুলের দানকৃত এবং "পীর বখ্‌শ" অর্থ পীরের দানকৃত। অথচ সন্তান-সন্ততির দাতা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা। সেই দৃষ্টিতে উল্লিখিত নামের অর্থসমূহ তৌহিদের বিপরীত। তদ্রূপ "আবদুন-নবী", "আবদুর-রসুল" নামও নিষিদ্ধ। ইহার অর্থ—নবীর বন্দা। অথচ মানুষ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার বন্দা।

সারকথা এই যে, সৃষ্টিকর্তার কোন বিশেষ গুণবাচক শব্দ বা সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টের মধ্যকার সম্পর্ক-সূচক কোন শব্দ বা বাক্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য ব্যবহার করাকে শরীয়তে নিষেধ করা হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছে কতিপয় শব্দ ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত পর্যায়েরই। এইরূপ নিষেধাজ্ঞা ব্যবহারিক বোধ্য অর্থানুসারে বলবৎ হইয়া থাকে। তাই উহাতে ভাষা, দেশ, কাল ও পরিবেশের তারতম্যের পার্থক্য হইবে।

আরবী ভাষায় "রব্‌" শব্দটির অর্থ পালনকর্তা-প্রভু; এই শব্দটি কোন বস্তু বিশেষের সম্পর্ক যুক্তরূপে ব্যবহৃত না হইলে উহার অর্থ বুঝায়—পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালা। তাই

কোন ক্রীতদাসের জন্য তাহার মালিককে "রব্" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ। তদ্রূপ "আব্দ" শব্দটি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সৃষ্টিজাত মানবের সম্পর্ককে বুঝায়; যেমন—আবদুল্লাহ অর্থ আল্লার বন্দা এবং "আমাত" শব্দটি ঐ অর্থের স্ত্রীলিঙ্গ। অতএব মালিকের জন্য ক্রীতদাসকে 'আবদ" ও ক্রীতদাসীকে "আমাত" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত ইসলামের সমাজ ব্যবস্থার এবং নৈতিক ব্যবহার-ভিত্তি যেহেতু তৌহিদেরই উপর স্থাপিত, কাজেই সমাজ ব্যবস্থায় তৌহিদ ভিত্তিক তাহজীব, আখলাক ও আদব কায়দা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। মনীব নিজকে প্রভু বলিবে না, দাস-দাসীকে চাকর-চাকরাণীকে দাস-দাসী বা চাকর-চাকরাণী বলিয়া সম্বোধন করিবে না। কারণ, ইহাতে একত নিজের ভিতরে অহঙ্কার এবং ঔদ্ধত্য আসে—যাহা তৌহিদের বিপরীত, দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন গণ্য হয়। কিন্তু দাস-দাসী চাকর-চাকরাণীর বিশেষ কর্তব্য যে, বে-আদব বে-তমিজ হইবে না; তাহারা মনীব হইতে স্নেহ পাইয়া অধিক নম্র, অধিক ভক্ত হইবে; তাই তাহারা ব্যবহারেও আদব দেখাইবে, ভাষায়ও আদব দেখাইবে যে, মালিককে "মনীব" বা "সাহেব" ইত্যাদি সম্মানসূচক শব্দে সম্বোধন করিবে। অবশ্য এত আদব করিবে না যাহা হয়ত শেরেকের সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইতে পারে।

অতঃপর ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, উল্লিখিত নিষিদ্ধ শব্দসমূহ কদাচিৎ কোন কোন হাদীছের ভাষায় ব্যবহৃত পাওয়া যায়। এই ইঙ্গিত দ্বারা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা সতর্কতামূলক। পক্ষান্তরে যদি কেহ স্বীয় প্রাবল্য প্রকাশার্থে নয়, বরং শুধু সাধারণ ব্যবহারিক অর্থে ঐরূপ কোন শব্দ কদাচিৎ ব্যবহার করে তবে তাহাকে তৌহিদ ত্যাগী বা অহঙ্কারী বলা হইবে না। অবশ্য এইরূপ অর্থেও ঐ শব্দসমূহ অতিরিক্ত ব্যবহার হইতে সঙ্কুচিত থাকিবে। কারণ, সদা সর্বদা যেরূপ শব্দ ও বাক্য মুখে উচ্চারিত হয় অন্তরের উপর ধীরে ধীরে ঐরূপ প্রতিক্রিয়া স্থান লাভ করিতে থাকে। নফছ ও শয়তান ত সর্বদা ছিদ্রপথের খোঁজে আছেই।

ক্রীতদাসের প্রতি সহানুভূতি

১২১৭। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও খাদেম—সেবক বা ভৃত্য তাহার জন্য খানা তৈয়ার করিয়া আনিলে সেই খাদেমকে নিজের সঙ্গে এক পাত্রে বসাইয়া খাওয়াইবার মত উদারতা যদি না থাকে, তবে অন্ততঃ ঐ খাদ্য হইতে এক-দুই লোকমা সেই খাদেমকে অবশ্যই দান করিবে। কারণ, ঐ খাদ্য প্রস্তুত করার সমস্ত কষ্ট-ক্লেশ সে সহ্য করিয়াছে।

কাহাকেও চেহারার উপর মারিবে না

১২১৮। **হাদীছ ঃ**— عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ اِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ ۝

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ (নিজ সন্তান-সন্ততি, ছাত্র বা সাধারণ ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি কাহাকেও শাসন ইত্যাদির প্রয়োজনে) প্রহার করার ইচ্ছা করিলে তাহার চেহারার উপর প্রহার করিবে না।

ক্রীতদাসের প্রতি মিথ্যা অপবাদের পরিণতি

১২১৯। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবুল-কাসেম (মোহাম্মদ) ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি স্বীয় ক্রীতদাসের উপর জেনার তোহমত লাগাইবে, অথচ সে উহা করে নাই; সেই ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন মিথ্যা তোহমতের শাস্তি (আশিটি বেত্রাঘাত) দেওয়া হইবে। অবশ্য যদি ক্রীতদাস বাস্তবিকই সেই দোষে দোষী হয়, (তবে তাহাকে শায়েস্তা করা আবশ্যক)। (১০১৩ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ— যেরূপ তালাকের শব্দ সজ্ঞান স্বামীর মুখে যে কোনরূপে উচ্চারিত হইলেই স্ত্রীর প্রতি তালাক হইয়া যাইবে; তদ্রূপ দাস-দাসীকে মুক্তি দানের শব্দ মনিবের মুখে যে কোনভাবে উচ্চারিত হইলেই দাস-দাসীর মুক্তি হইয়া যাইবে—যদিও অনিচ্ছায় বা ভুলে তাহা হইয়া থাকে। ইহা ইমাম আবু হানীফার মজহাব। ইমাম বোখারীর মতে অনিচ্ছা বা ভুলের ক্ষেত্রে তালাক বা মুক্তিদান সম্পন্ন হইবে না (৩৪৯ পৃঃ)।

মছআলাহ ঃ— শরীয়তের বিধান এই যে, ইসলামী জেহাদের বন্দীদের সম্পর্কে রাষ্ট্রপ্রধান তাহাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক জিম্মীরূপে মুক্তও রাখিতে পারেন এবং তাহাদের দাসত্বের ফরমানও জারী করিতে পারেন। অবশ্য ঐরূপ বন্দী যদি আরববাসী লোক হয় এবং পুরুষ প্রাপ্ত বয়স্ক হয় সে ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার মজহাবে ঐ বন্দীর জন্য উক্ত ব্যবস্থাদ্বয়ের কোনটিরই সুযোগ দেওয়া হইবে না। ঐরূপ বন্দীর জন্য ইসলাম গ্রহণ না করিলে প্রাণদণ্ড নির্দ্ধারিত; কারণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্ম ছিল আরবে। পবিত্র কোরআনও আরবী ভাষায়। অতএব তাহাদের পক্ষে ইসলামের সত্যতা সুস্পষ্ট এবং ইসলামের বিরোধিতা তাহাদের পক্ষে নিছক অন্ধ-বিরোধিতা; যদ্দরুণ সে ইসলামের প্রতি হুমকি স্বরূপ। সুতরাং সে আর কোন সুযোগ পাওয়ার উপযোগী নহে; একমাত্র ইসলাম গ্রহণই তাহার রক্ষাকবচ হইতে পারে। অন্যথায় তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে। অবশ্য নারী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক আরববাসী হইলেও দাস পদ্ধতির সুযোগ পাইবে। কারণ, তাহাদের হইতে ইসলামের কোন আশঙ্কা নাই। ইমাম বোখারীর মতে আরববাসী প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষও অন্যদের ন্যায় দাস পদ্ধতির সুযোগ পাইতে পারে। (৩৪০ পৃঃ)

মোকাতাবের বয়ান

দাস-দাসী মুক্ত করার প্রতি ইসলাম সর্বপ্রকারে আকৃষ্ট করিয়াছে। এমনকি দাস-দাসীর যত্নে ও প্রতিপালনে ধন খরচ করায় সেই দাস-দাসীকে মুক্তিদানে যদি মনীবের আগ্রহ

কম হয় কিম্বা স্বাভাবিক ভাবেই মনীব টাকা পাইলে মুক্তিদানে আগ্রাহান্বিত হইবে এইরূপ ক্ষেত্রে শরীয়ত এই ব্যবস্থার সুযোগ রাখিয়াছে যে, মনীব ও দাসের মধ্যে চুক্তি হইবে—দাস কোন প্রকারে ব্যবস্থা করিয়া বা সঞ্চয় করিয়া নির্দ্ধারিত পরিমাণের ধন মনীবকে প্রদান করিতে পারিলে সে মুক্ত হইয়া যাইবে; ইহাকেই মোকাতাব-ব্যবস্থা বলা হয়। পবিত্র কোরআনেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ........ وَاٰتُوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْ اٰتَاكُمْ

"যে সব দাস-দাসী মোকাতাব-ব্যবস্থার আগ্রহ প্রকাশ করে তাহাদিগকে উহার সুযোগ দাও যদি তাহাদের মধ্যে (ধন সংগ্রহের যোগ্যতা ইত্যাদি) সুলক্ষণ অনুভব কর। আর আল্লাহ তোমাদিগকে যে ধন দিয়াছেন উহা দ্বারা ঐরূপ দাস-দাসীর সাহায্য কর।"

বিশিষ্ট তাবেয়ী আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, দাস-দাসীকে ধন সংগ্রহে সক্ষম দেখিলে তাহাকে মোকাতাব-ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া ওয়াজেব।

আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দাস ছিল সীরীন, সে কোন সূত্রে অনেক ধন লাভ করিয়া ছিল বা ধন সঞ্চয়ের যোগ্যতা তাহার মধ্যে যথেষ্ট ছিল। সে মোকাতাব-ব্যবস্থার কথা বলিলে আনাছ (রাঃ) অস্বীকার করিলেন। সে খলীফা ওমরের নিকট যাইয়া অভিযোগ করিলে ওমর (রাঃ) আনাছ (রাঃ)কে সুযোগ দেওয়ার জন্য বলিলেন। এইবারও আনাছ (রাঃ) অস্বীকার করিলেন; ওমর (রাঃ) আনাছ (রাঃ)কে বেত্রাঘাত করতঃ উল্লেখিত আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন; এইবার আনাছ (রাঃ) সম্মত হইলেন।

হেবা তথা সৌহার্দ্য স্বরূপ কিছু প্রদান করা

১২২০। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ٥

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোসলমান নারীগণকে বলিয়াছেন, প্রতিবেশীদেরে সৌহার্দ্য সূত্রে আদান-প্রদানে কুণ্ঠিত হইও না। অতি সামান্য বস্তু—যেমন, বকরীর পায়াও দেওয়ার সুযোগ হইলে উহাকে সামান্য ভাবিয়া উপেক্ষা করিবে না।

১২২১। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমাকে যদি দাওয়াত করা হয় রানের গোশত খাওয়ার জন্য সেই দাওয়াত আমি গ্রহণ করিব এবং যদি শুধুমাত্র পায়ের একখানা নালার হাড্ডির জন্য দাওয়াত করা হয় আমি সেই দাওয়াতও গ্রহণ করিব। তদ্রূপ যদি আমাকে একটি মাত্র

রান বা একখানা নালার হাড্ডি হাদিয়া দেওয়া হয় উভয়কেই আমি সমভাবে গ্রহণ করিব।

অর্থাৎ মোসলমান ভাইয়ের পক্ষ হইতে সৌহার্দ্য ও মহব্বত-সূত্রে যাহাই প্রদান করা হউক—বেশী বা কম বড় বা ছোট সবই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করাই সুন্নত; মহব্বতের ক্ষুদ্র জিনিসকেও তুচ্ছ করা চাই না।

আপন জনের নিকট কোন কিছুর ফরমাইশ করা

১২২২। হাদীছ :—সাহ্‌ল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একজন মোহাজের নারীর একটি ছুতার মিস্ত্রী ক্রীতদাস ছিল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার নিকট খবর পাঠাইলেন যে, তোমার ক্রীতদাসকে বল, আমার জন্য একটি মিম্বর তৈরী করিতে। সেই স্ত্রীলোকটি তাহার ক্রীতদাসকে উহা বানাইবার আদেশ করিল। সে ঝাউগাছ কাটিয়া আনিল এবং উহার কাষ্ঠ দ্বারা মিম্বর তৈরী করিল। মিম্বর প্রস্তুত হইলে পর স্ত্রীলোকটি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সংবাদ পাঠাইল যে, মিম্বর প্রস্তুত হইয়াছে। নবী (দঃ) উহা পাঠাইয়া দিবার জন্য আদেশ করিলেন। কতেক জন লোক উহাকে লইয়া আসিল। অতঃপর নবী (দঃ) নিজ হস্তে উহাকে তাঁহার মসজিদের বিশেষ স্থানে বসাইয়া দিলেন।

কাহারও নিকট পানীয় বস্তু চাওয়া

অর্থাৎ সর্বদার প্রয়োজনীয় কোন সাধারণ বস্তু, যেমন পানি কাহারও নিকট চাওয়া হইলে তাহা যাঞ্চা ও ভিক্ষা গণ্য হইবে না।

১২২৩। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের এই বাড়ীতে তশরীফ আনিলেন এবং পানীয় উপস্থিত করার জন্য বলিলেন। আমরা তাঁহার জন্য আমাদের বকরী দোহন করিয়া আনিলাম এবং আমাদের এই কূপের পানির দ্বারা দুধের শরবত তৈরী করিয়া দিলাম। তাঁহার বাম পার্শ্বে আবু বকর (রাঃ) ছিলেন এবং ওমর (রাঃ) তাঁহার সম্মুখে ছিলেন এবং তাঁহার ডান পার্শ্বে ছিল একজন গ্রাম্য লোক।

হযরত (দঃ) পান করার পর (যখন অবশিষ্ট অন্যকে দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন তখন) ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই যে আবু বকর (তাঁহাকে প্রদান করুন), কিন্তু নবী (দঃ) ঐ গ্রাম্য ব্যক্তিকে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, ডান দিক হইতে একের পর এককে দেওয়া হইবে। তোমরাও এইরূপে ডান দিক হইতেই দেওয়া আরম্ভ করিও। আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, ইহাই সুন্নত, ইহাই সুন্নত, ইহাই সুন্নত।

হাদিয়া গ্রহণ করা

১২২৪। হাদীছ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "মারুরোজ্জাহরান" নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশ দেখিতে পাইলাম। সকলেই উহাকে দৌড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া গেল, আমি উহাকে ধরিতে সক্ষম হইলাম। আমি উহাকে ধরিয়া আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা

আনহুর নিকট নিয়া আসিলাম। তিনি উহাকে জবেহ করিলেন এবং উহার একটি পিছনের রান রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাদিয়া স্বরূপ পাঠাইলেন। হযরত (দঃ) উহা গ্রহণ করিলেন।

১২২৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কেহ খাদ্য-বস্তু উপস্থিত করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহা কি হাদিয়া—না ছদকা? যদি বলা হইত ছদকা; তবে ছাহাবীগণকে বলিতেন, ইহা তোমরা খাও; স্বয়ং তিনি উহা খাইতেন না। যদি বলা হইত—ইহা হাদিয়া, তবে সকলের সঙ্গে হযরত (দঃ)ও শরীক হইতেন।

১২২৬। **হাদীছ ঃ**—উম্মে আতিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়ার কোন বস্তু আছে কি? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন—না। অবশ্য আপনি উম্মে-আতিয়াকে ছদকার বকরী হইতে যে বকরী দান করিয়াছিলেন সে ঐ বকরীর কিছু গোশ্‌ত হাদিয়া স্বরূপ আমাদের নিকট পাঠাইয়াছে। (অর্থাৎ যেহেতু উহা আসলে ছদকার বস্তু, তাই উহা আপনি খাইবেন, কি—না?) নবী (দঃ) বলিলেন, ছদকার বস্তুটি উহার উপযুক্ত স্থানে পৌঁছিয়া (ছদকা আদায় হইয়া) গিয়াছে। (অর্থাৎ সেই স্থান হইতে উহা হাদিয়ারূপে প্রেরিত হওয়ায় এখন আর ছদকা থাকে নাই।)

হাদিয়া দেওয়ায় কোন বিশেষত্বের লক্ষ করা

১২২৭। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণের মধ্যে দুইটি দল ছিল। এক দলে ছিলেন—আয়েশা (রাঃ). হাফছা (রাঃ), ছফিয়া (রাঃ) ও ছাওদা (রাঃ)। অপর দলে ছিলেন—উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) এবং বাকি বিবিগণ। আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অধিক মহব্বতের বিষয় ছাহাবীগণ জ্ঞাত ছিলেন, তাই কাহারও কিছু হাদিয়া দেওয়ার ইচ্ছা হইলে সে প্রতীক্ষায় থাকিত—যেই দিন রসুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ঘরে হইতেন সেই দিন ঐ হাদিয়া পাঠাইত। উম্মে ছালামাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার দলের বিবিগণ (ইহা উপলব্ধি করিয়া বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহারা) সকলেই স্বীয় দলের প্রধান উম্মে-ছালামাহ (রাঃ)কে বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এই বিরক্তিকর বিষয়টি নিয়া আলোচনা করুন এবং তাঁহাকে অনুরোধ করুন, তিনি যেন সকলকে বলিয়া দেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কাহারও হাদিয়া দেওয়ার ইচ্ছা হইলে, তিনি যে কোন বিবির ঘরে থাকা অবস্থায়ই যেন দেওয়া হয়।

উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) বিষয়টি হযরতের নিকট পেশ করিলেন। হযরত (দঃ) কোন উত্তর করিলেন না। দলের বিবিগণ উম্মে-ছালামাহ (রাঃ)কে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

তিনি বলিলেন, আমি বলিয়াছিলাম; কিন্তু হযরত (দঃ) কোন উত্তর দেন নাই। তাঁহারা বলিলেন, আপনি পুনরায় এই বিষয় আলোচনা করুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন উম্মে ছালামার ঘরে আসিলেন তখন তিনি পুনরায় ঐ বিষয় পেশ করিলেন। এইবারও হযরত (দঃ) কোন উত্তর দিলেন না। দলের বিবিগণ তৃতীয়বার তাঁহাকে বলিলেন। উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) এইবারও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঐ বিষয় আলোচনা করিলেন। এইবার হযরত (দঃ) বলিলেন, আয়েশার ব্যাপারে আমাকে বিরক্ত করিও না। (আয়েশার যে বিশেষত্ব আছে অন্য কাহারও সেই বিশেষত্ব নাই—) আমি আয়েশার বিছানায় থাকাকালীন অহী (বেশী) আসিয়া থাকে, কিন্তু অন্য কোন বিবির বিছানায় থাকাকালীন (সেইরূপ) অহী আসে না। এতদশ্রবণে উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) বিনয় স্বরে আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি আপনার অসন্তুষ্টির কার্য হইতে আল্লার দরবারে তওবা করিতেছি।

অতঃপর তাঁহার দলের বিবিগণ ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং এই বিষয় আলোচনার জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পাঠাইলেন। ফাতেমা (রাঃ) হযরতের নিকট যাইয়া বলিলেন, আপনার বিবিগণ অনুরোধ করিয়াছেন, আপনি অবশ্যই আবু বকর তনয়া ও তাঁহাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করিবেন; ফাতেমা (রাঃ) এই বলিয়া সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, স্নেহের বেটী! আমি যাহাকে মহব্বত করি তুমি তাহাকে মহব্বত করিবে না কি? ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, নিশ্চয়ই। (রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তবে আয়েশাকে মহব্বত কর।) ফাতেমা (রাঃ) বিবিগণের নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা পুনরায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; ফাতেমা (রাঃ) অস্বীকার করিলেন।

অতঃপর বিবিগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে যয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে পাঠাইলেন। তিনিও উহাই বলিলেন যে, আপনার বিবিগণ আপনার নিকট অনুরোধ করিয়াছেন, আপনি আবু বকর তনয়া ও তাঁহাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করিবেন, এই বলিয়া যয়নব (রাঃ) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে লাগিলেন। এমনকি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রতিও কটাক্ষ আরম্ভ করিলেন; আয়েশা (রাঃ) নিকটেই বসিয়াছিলেন। যয়নব (রাঃ) ঐরূপ করিতেছিলেন আর রসুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশার প্রতি তাকাইতে ছিলেন যে, তিনি উত্তর দেন, কি—না। (আয়েশা (রাঃ)ও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি তাকাইতে ছিলেন যে, প্রতিউত্তরের অনুমতি দেন, কি—না। অনুমতি অনুভব করিয়া) আয়েশা (রাঃ) এরূপ প্রতিউত্তর করিলেন যে, যয়নব (রাঃ) নিরুত্তর হইয়া গেলেন। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক খুশিতে চমকিয়া উঠিল। তিনি আয়েশা (রাঃ)কে বাহবা দিয়া বলিলেন, হাঁ—এইত আবু বকরের বেটী।

ব্যাখ্যা:—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কিরূপ মধুর স্বভাব, মিষ্ট ব্যবহার ও কোমল চরিত্রের ছিলেন তাহারই আভাস এই ঘটনায় পাওয়া যায়। আর বিবিগণের

পক্ষ হইতে এই ঘটনায় যে উৎপীড়ন মূলক কার্য্য করা হইতেছিল তাহা দাম্পত্য সুলভ স্থলে মোটেই অস্বাভাবিক ও অমার্জনীয় নহে।

সুগন্ধি বস্তু হাদিয়া দেওয়া

১২২৮। হাদীছ ঃ— আয্‌রা ইবনে ছাবেত (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা ছুমামা ইবনে আবদুল্লাহ তাবেয়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে সুগন্ধি দিতে চাহিলেন; আমি বলিলাম—আমি সুগন্ধি লইয়াছি। তিনি বলিলেন, বিশিষ্ট ছাহাবী আনাছ (রাঃ)কে সুগন্ধি দেওয়া হইলে তিনি তাহা ফেরত দিতেন না এবং তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সুগন্ধি বস্তু হাদিয়া দেওয়া হইলে তিনি তাহা ফেরত দিতেন না।

হাদিয়ার প্রতিদান দেওয়া উত্তম

১২২৯। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে হাদিয়া দেওয়া হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন এবং উহার প্রতিদান দিয়া থাকিতেন।

এক ছেলেকে কিছু হেবা ও দান করা

১২৩০। হাদীছ ঃ— নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) একদা মিম্বরের উপর বসিয়া এই ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, আমার পিতা বশীর (রাঃ) আমার মাতা আম্‌রা-বিন্‌তে-রাওয়াহার অনুরোধে আমাকে একটি ক্রীতদাস দান করা সাব্যস্ত করিলেন। আমার মাতা বলিলেন, যাবৎ এই দানের উপর রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সাক্ষী না করা হইবে তাবৎ আমি সন্তুষ্ট হইব না। তখন আমার পিতা হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি আমার স্ত্রী আম্‌রা-বিন্‌তে-রাওয়াহার পক্ষের ছেলেকে একটি ক্রীতদাস দান করা সাব্যস্ত করিয়াছি। আমার স্ত্রী আপনাকে ঐ দানের সাক্ষী বানাইবার জন্য বলিতেছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অন্য সন্তান আছে কি? আমার পিতা বলিলেন হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার প্রত্যেক ছেলেকে এইরূপ দান করিয়াছ কি? পিতা বলিলেন—না। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি অন্যায় কার্য্যের উপর সাক্ষী হইব না। এইরূপ কার্য্য হইতে আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানগণের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া চল; (যেরূপ তুমি তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতেই সমভাবে সদ্ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর। তুমি স্বীয় দান ফেরৎ লইয়া লও।) সেমতে আমার পিতা তথা হইতে আসিয়া ঐ দান ফেরৎ লইলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— নিজ সন্তান—ছেলে-মেয়ে এবং যে কোন ওয়ারেছকে মৃত্যু শয্যায় কিছু দান করিলে সেই দান কার্য্যকরীই হয় না। সুস্থ অবস্থায় দান করিলে সে দান কার্য্যকরী হয়; সেই ক্ষেত্রে উত্তম এই যে, নিজ সন্তান সকলকেই দান করিবে এবং ছেলে ও মেয়ে সকলকেই সম পরিমাণ দিবে। কোন কোন আলেমের মতে এইরূপ সমতা

রক্ষা করা ওয়াজেব এবং ব্যতিক্রম করা গোনাহ। ইমাম বোখারী (রঃ) এই মতই উল্লেখ করিয়াছেন। নবী (দঃ) বলিয়াছেন, সন্তানদেরকে দান করায় সমতা বজায় রাখিও। অধিকাংশ ইমামগণের মতে সন্তানদের সকলকে না দিয়া শুধু একজন বা কতিপয়কে দেওয়া নাজায়েয না হইলেও মকরুহ—দোষণীয় বটে (ফতহুলবারী ৫—১৬৩)। ইমাম আবু হানিফার মতেও ইহা মকরুহই (কাজীখান)। অবশ্য উহা মকরুহ ও দোষণীয় একমাত্র ঐ ক্ষেত্রে যেখানে কোন সুষ্ঠু কারণ ব্যতিরেকে শুধু কেবল কোন সন্তানের ক্ষতির উদ্দেশ্যে অপর সন্তানকে কিছু দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে সকল সন্তানেরই অধিকার অক্ষুন্ন রাখিয়া যদি কোন সন্তানকে কারণাধীনে কিছু বেশী দেওয়া হয় তবে সে ক্ষেত্রে মোটেই কোন দোষ হইবে না। (দোররুল-মোখতার—শামী ৪—৭০৭)। সুষ্ঠু কারণ বিদ্যমান থাকার দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ; যথা—(১) এক সন্তান ফাছেক বদকার অপর জন নেককার; নেককারকে বেশী দেওয়া দোষণীয় নহে (ফয়জুল-বারী)। (২) কোন সন্তান দ্বীনদারীতে অধিক অগ্রগামী তাহাকে বেশী দেওয়া দোষণীয় নহে (কাজীখান)। (৩) কোন সন্তান দ্বীনের এল্‌মে আত্মনিয়োগকারী তাহাকেও বেশী দেওয়া দোষণীয় নহে (আলমগীরী ৪—৩৯৭)। (৪) কোন সন্তান তাহার বাল-বাচ্চা অধিক—তাহাকেও বেশী দেওয়া দোষণীয় নহে (ফয়জুল-বারী)। (৫) কোন সন্তান অঙ্গহীন অক্ষম তাহাকেও বেশী দিতে পারে (ফতহুল-বারী ৫—১৬৩)। (৬) কিছু সংখ্যক সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা, বিবাহ-শাদী সম্পন্ন হইয়াছে কিছু সংখ্যকের তাহা হয় নাই; তাহাদেরকেও বেশী দেওয়ায় দোষ নাই (এমদাদুল-ফতাওয়া)। এইরূপের আরও অন্য কোন সঙ্গত ও সুষ্ঠু কারণাধীনে কোন সন্তানকে কিছু বেশী দেওয়া হইলে তাহাতে দোষ হইবে না।

এখানে বোখারী (রঃ) আরও একটি মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন যে, পিতা পুত্রকে কোন কিছু হেবাহ বা দান করিলে তাহা ফেরত লইতে পারে কি না?

ইমাম বোখারী সহ বিভিন্ন ইমামগণের মতে ফেরত লইতে পারে। হানাফী মজহাব মতে ফেরত লইতে পারে না। অবশ্য পুত্রের উপর পিতার বিশেষ হক রহিয়াছে। প্রয়োজনবোধে পুত্রকে পিতার ব্যয় বহন করিতে হয়; সেই প্রয়োজনে পিতা পুত্রের নিজস্ব মাল হইতেও স্বীয় ব্যয় গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে তাহার প্রদত্ত মালও সেই প্রয়োজনে ব্যয় করিতে পারে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হেবা ও দান

ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) বলিয়াছেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে হেবা ও দান অনুষ্ঠিত হইলে (এবং হস্তান্তরিত হইয়া হেবা সম্পন্ন হইয়া গেলে) উহা অখণ্ডনীয়। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ)ও বলিয়াছেন, ঐ হেবা খণ্ডন করা যাইবে না।

ইমাম যুহরী (রঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বলিল—তোমার মহরানার কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ হেবা করিয়া দাও, (স্ত্রী তাহাই করিল;) অতঃপর সে তাহাকে তালাক দিয়া দিল, তাই স্ত্রী তাহার স্বীয় হেবা রদ করিয়া দিল। যদি সেই ব্যক্তি স্ত্রীকে ঠকাইবার ইচ্ছায় এরূপ করিয়া থাকে তবে স্ত্রী হেবা রদ করতঃ স্বীয় মহর ওয়াসিল করিতে পারিবে। আর যদি বস্তুতঃই সন্তুষ্টচিত্তে হেবা করিয়া থাকে, স্বামীর প্রতারণায় নহে, তবে উহা খণ্ডন করা যাইবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর হেবা-দান সম্পর্কে ইমামগণের সাধারণ মত এই যে—হস্তান্তরিত হইয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর উহা খণ্ডন করার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু স্ত্রী যেহেতু স্বামীর প্রভাবাধীন থাকে, তাই কোন কোন ইমাম বিশেষ ব্যাখ্যার সহিত ঐ হেবা রদ করার ক্ষমতা দিয়াছেন—যেরূপ, ইমাম যুহরী বলিয়াছেন, ছাহাবীগণের যুগের প্রসিদ্ধ কাজি শোরায়হ (রঃ)ও এক ঘটনায় ঐরূপ রায় দিয়াছিলেন—একটি নারী স্বামীকে কোন বস্তু হেবা করিয়াছিল, স্ত্রী সেই হেবা খণ্ডন করতঃ কাজী শোরায়হের নিকট মকদ্দমা করিল। কাজী শোরায়হ (রঃ) স্বামীকে বলিলেন, তোমাকে দুইজন সাক্ষী আনিতে হইবে যে, তোমার কোন প্রভাব, উৎপীড়ন ব্যতিরেকেই তোমার স্ত্রী তোমাকে হেবা করিয়াছিল। নতুবা স্ত্রী যদি শপথ করিয়া বলে যে, আমি তাহার প্রভাবের দরুন হেবা করিয়াছিলাম তবে আমি তাহার শপথ গ্রহণ করিব অর্থাৎ তাহার হেবার খণ্ডন বলবৎ করিয়া দিব।

ওমর (রাঃ) ঘোষণা দিয়াছিলেন, সাধারণতঃ নারীগণ (স্বামীর) প্রলোভন বা ভয় ও আতঙ্কে (স্বামীকে) হেবা করিয়া থাকে, তাই কোন স্ত্রী স্বামীকে হেবা করার পর উহা খণ্ডন করিতে চাহিলে খণ্ডন করিতে পারিবে।

মালেকী মজহাবের মতামতও এইরূপই যে, স্ত্রী যদি ঐরূপ প্রমাণ দিতে পারে যে, সে স্বামীর প্রভাবে পড়িয়া হেবা করিয়াছে তবে তাহার দাবী গ্রাহ্য করা হইবে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলিয়াছেন, স্ত্রী হেবার পরিবর্তে তালাক তথা "খোলাতালাক" গ্রহণ করিলে হেবা খণ্ডন করিতে পারিবে না। (ফতহুল বারী)

স্বামীর অনুমতি না লইয়া নিজের মাল দান করা

১২৩১। হাদীছ :— আছমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, আমার স্বামী যোবায়ের (রাঃ) আমাকে যাহা কিছু (টাকা-পয়সা, চিজ-বস্তু) দিয়া থাকেন উহা ব্যতীত আমার আর কোন ধন-সম্পদ নাই, আমি উহা হইতে দান-খয়রাত করিব কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি দান-খয়রাত কর; দান-খয়রাত বন্ধ করিও না, নতুবা আল্লাহ তায়ালাও তোমার প্রতি তাঁহার দান বন্ধ করিয়া দিবেন।

১২৩২। **হাদীছ ঃ**—উম্মুল-মোমেনীন মাইমুনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (তিনি হযরতের নিকট হইতে একটি ক্রীতদাসী চাহিয়া নিয়াছিলেন। অতঃপর) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুমতি না লইয়াই তিনি সেই ক্রীতদাসীটিকে আজাদ করিয়া দিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) যেই দিন তাঁহার ঘরে আসিলেন সেই দিন তিনি হযরত (দঃ)কে জ্ঞাত করিলেন যে, তিনি ক্রীতদাসীটি আজাদ করিয়া দিয়াছেন। নবী (দঃ) বলিলেন, তুমি তাহাকে আজাদ করিয়া দিয়াছ কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি ক্রীতদাসীটি তোমার মামুগণকে দান করিলে অধিক ছওয়াব লাভ করিতে।

মছআলাহ ঃ—স্ত্রী যদি একেবারেই জ্ঞানশূন্য হয় যে শরীয়তের বিধানে সে জ্ঞানহীন পরিগণিতা; তবে তাহার দান কার্য্যকরী হইবে না।

হাদিয়া, দান ইত্যাদির মধ্যে অগ্রাধিকার

১২৩৩। **হাদীছ ঃ**— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে। আমি হাদিয়া দেওয়ার বেলায় কাহাকে অগ্রাধিকার দিব? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যাহার গেট—বাড়ীর প্রবেশ দ্বার তোমার অধিক নিকটবর্তী।

উপযুক্ত কারণে হাদিয়া প্রত্যাখ্যান করা

ফোরাত ইবনে মোসলেম বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) (যিনি আমিরুল মোমেনীন—ইসলামী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি) আপেল বা ছেব ফল খাওয়ার খায়েশ করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার নিকট এমন কিছু (টাকা পয়সা) ছিল না যাহা দ্বারা তিনি আপেল ক্রয় করিতে পারেন। অতঃপর আমরা তাঁহার সঙ্গে কোথাও যাত্রা করিলাম। এমন সময় একজন ক্রীতদাস একটি খাঞ্চা ভরা আপেল লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। (যাহা কাহারও পক্ষ হইতে হাদিয়া স্বরূপ ছিল।) তিনি উহা হইতে একটি আপেল হাতে উঠাইয়া নাড়াচাড়া করিলেন এবং উহার সুঘ্রাণ গ্রহণ করিলেন। অতঃপর উহা খাঞ্চার মধ্যেই রাখিয়া দিলেন।

আমি তাঁহাকে উহা গ্রহণের অনুরোধ করিলাম, তিনি বলিলেন, আমি ইহা গ্রহণ করিব না। আমি বলিলাম, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) হাদিয়া গ্রহণ করিতেন না কি? তিনি বলিলেন, তাঁহাদের যুগে তাঁহাদিগকে দেয় হাদিয়া বস্তুতঃই হাদিয়া ছিল। কিন্তু তাঁহাদের সেই যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর (সাধারণ অবস্থা দৃষ্টে ইহাই বলিতে হয় যে,) শাসন-ক্ষমতাধারীদের জন্য হাদিয়া নামীয় বস্তুসমূহ প্রকৃত প্রস্তাবে ঘুষ-রেশওয়াত ও উৎকোচ হইয়া গিয়াছে। (ফতহুল-বারী দ্রষ্টব্য)

দানের ওয়াদা পুরণের পূর্বে মৃত্যু ঘটিলে

১২৩৪। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, বাহরাইনের এলাকা হইতে বাইতুল-মালের ধন-সম্পদ ওয়াসিল

হইয়া আসিলে আমি তোমাকে এইরূপে দিব (উভয় হাতের অঞ্জলি দ্বারা তিনবার ইশারা করিয়া দেখাইলেন।) কিন্তু বাহরাইনের ধন-সম্পদ মদীনায় পৌঁছা পর্য্যন্ত রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহজগতে রহিলেন না। তাঁহার পর আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খলীফা নির্বাচিত হইলেন এবং বাহরাইনের শাসনকর্তা আলা-ইবনুল হযরমী রাজিয়াল্লাহু তয়ালা আনহুর পক্ষ হইতে বহু ধন-সম্পদ মদীনায় পৌঁছিল। তখন আবু বকর (রাঃ) এই ঘোষণা করিলেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কাহারও কোন ওয়াদা-অঙ্গীকার বা ঋণ পাওনা থাকিলে সে আমার নিকট উপস্থিত হউক।

(জাবের (রাঃ) বলেন—) এই ঘোষণা শুনিয়া আমি খলীফা আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উভয় হাতের অঞ্জলি দ্বারা তিনবার ইশারা করিয়া আমাকে (বাইতুল-মাল হইতে) দান করার আশ্বাস দিয়াছিলেন।

আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু (সুযোগের অপেক্ষায় বা যে কোন কারণে দুইবার তাঁহাকে ফিরাইলেন। তৃতীয়বার আসিলে পর) অঞ্জলি ভরিয়া (মুদ্রা) দিলেন এবং বলিলেন, গণনা করিয়া দেখুন কত হয়। আমি গণনায় দেখিলাম, পাঁচ শত। তিনি বলিলেন, আরও দুই পাঁচ শত নিয়া যান।

ব্যাখ্যা ঃ—এইরূপ আশ্বাস ব্যক্তিগত হইলে তাহা পুরণ করা ওয়াজেব নহে, অবশ্য মুরব্বির এইরূপ আশ্বাস পূর্ণ করার চেষ্টা উত্তম। আর ষ্টেটের পক্ষ হইতে উপযুক্ত কারণে ওয়াদা করিলে পরবর্তী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির উহা প্রদান করা কর্তব্য।

মছআলাহ ঃ—হেবাকৃত বস্তুও গ্রহীতাকে সোপর্দ করার পূর্বে হেবাকারীর মৃত্যু হইলে সে ক্ষেত্রে হেবা ভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং ঐ বস্তু হেবাকারীর ওয়ারেছদের স্বত্ব পরিগণিত হইবে। অবশ্য গ্রহীতার প্রেরিত বা মনোনীত কোন ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিয়া থাকিলে সে ক্ষেত্রে হেবা সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

যে বস্তুর ব্যবহার পছন্দনীয় নয়—উহা অন্যকে দেওয়া

১২৩৫। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে আসিলেন, কিন্তু ঘরের ভিতর প্রবেশ না করিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেলেন। আলী (রাঃ) বাড়ী আসিলেন এবং (ফাতেমা (রাঃ)কে চিন্তিত দেখিলেন ;) ফাতেমা (রাঃ) তাঁহার নিকট ঐ ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। আলী (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার অবস্থা ব্যক্ত করিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, আমি তাহার ঘরের দরওয়াজার উপর নক্সাদার পর্দা লটকান দেখিয়াছি। (অর্থাৎ অনাবশ্যক জাঁকজমক আমি পছন্দ করি না, তাই ফিরিয়া আসিয়াছি)।

অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, দুনিয়ার জাঁকজমকের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আলী (রাঃ) ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট আসিয়া সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিলেন। ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, এই পর্দাটি সম্পর্কে হযরত (দঃ) আমাকে যেই আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব। হযরত (দঃ) বলিলেন, পর্দাটি অমুক অক্ষম পরিবারের লোকদেরকে দান করিয়া দাও।

১২৩৬। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে ডোরাওয়ালা রেশমী এক জোড়া কাপড় দিলেন। আমি উহা পরিধান করিলাম, কিন্তু (রেশমী কাপড় পুরুষের জন্য জায়েয না হওয়ায়) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখমণ্ডলের উপর অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করিলাম, তাই আমি ঐ কাপড় জোড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া মেয়েদের ব্যবহারোপযোগী পরিধেয় বানাইয়া দিলাম।

অমোসলেমের হাদিয়া গ্রহণ করা

"আয়লা" নামক দেশের (অমোসলেম) শাসনকর্তা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে একটি শ্বেত বর্ণের খচ্চর এবং একটি চাদর উপঢৌকন দিয়াছিলেন; নবী (দঃ) উক্ত এলাকাকে ঐ শাসনকর্তার অধীনস্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন।

১২৩৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দওমাতুল-জন্দল নামক এলাকার শাসনকর্তা ওকায়দের রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে একটি মসৃণ রেশমী জুব্বা উপহার দিয়াছিলেন। রেশমী জুব্বা ব্যবহার করাকে তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন। (তাই স্বয়ং তিনি উহা ব্যবহার করেন নাই)। সেই কাপড়টির চাকচিক্য সকলকেই মুগ্ধ করিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যেই আল্লার হস্তে (আমি) মোহাম্মদের প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি—সায়াদ ইবনে মোয়াজ বেহেশতের মধ্যে যে সাধারণ গামছা লাভ করিয়াছে সেই গামছা এই জুব্বার কাপড় হইতে অধিক সুন্দর এবং অধিক মূল্যবান।

কোন অমোসলেমকে উপঢৌকন দেওয়া

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

অর্থ—যে সব অমোসলেম দ্বীন ও ধর্ম সম্পর্কে তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত নহে (তথা তাহারা তোমাদের প্রজা বা তোমাদের সঙ্গে সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ) তাহাদের প্রতি তোমরা অনুগ্রহ ও কৃপা প্রদর্শন করিবা এবং তাহাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার (তথা তাহাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাহাদের ন্যায্য হক প্রদান) করিবা তাহাতে আল্লাহ

তায়ালা তোমাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন না। ন্যায় ও ন্যায্য হক প্রদানকারীকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যে সমস্ত কাফের দ্বীন সম্পর্কে তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এবং তোমাদিগকে ভিটা-বস্তি হইতে উচ্ছেদ করিয়াছে বা উচ্ছেদ কার্যে সাহায্য-সহায়তা করিয়াছে তাহাদের প্রতি বন্ধু-ভাব প্রদর্শনে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করিয়াছেন। যাহারা এইরূপ স্থলে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে তাহারা নিশ্চয় অন্যায়কারী জালেম। (২৮ পাঃ ৮ রুকু)

১২৩৮। হাদীছ ঃ—আব্ বকর-তনয়া আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার মাতা মোশরেক থাকা অবস্থায় একবার আমার নিকট (মদীনায়) আসিলেন। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, আমার মাতা আমার নিকট আসিয়াছেন ; মনে হয় তিনি আমার নিকট হইতে সহানুভূতি পাইবার আশা রাখেন। আমি কি তাঁহার প্রতি সাহায্য-সহায়তা করিব ? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—তুমি তোমার মাতার প্রতি সহানুভূতি দেখাও।

হেবা ও দানকৃত বস্তু ফেরৎ লওয়া

১২৩৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক মোসলমানের পক্ষেই কুৎসিত কার্য্যক্রম অবলম্বন করা নিতান্ত অশোভণীয়। যে ব্যক্তি হেবা ও দানকৃত বস্তুকে ফেরৎ লয় তাহার (এই কার্য্যক্রমের) অবস্থা ঐ কুকুরের ন্যায় যেই কুকুর স্বীয় উদগার ভক্ষণ করে। (এইরূপ কুৎসিত কার্যে লিপ্ত হওয়া মোসলমানের জন্য শোভণীয় নহে।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— নিয়মতান্ত্রিকরূপে হেবা সম্পন্ন হওয়ার পর হেবাকৃত বস্তু ফেরত লওয়া বিভিন্ন ইমামগণের মতে জায়েয নহে। হানাফী মজহাব মতে যদি হেবা মাতা-পিতার সিঁড়ি, ছেলে-মেয়ের সিঁড়ি, ভাই-বোনের সিঁড়ির কেহ বা খালা, ফুফু, চাচা কিম্বা স্বামী স্ত্রী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি হয় সে ক্ষেত্রে হেবাকৃত ব্যক্তির সম্মতিক্রমে বা ইসলামী শরীয়তের কাজী তথা জজের অনুমতি ক্রমে হেবার বস্তু ফেরত লইতে পারে, কিন্তু তাহা মকরুহ হইবে। অবশ্য ফেকা শাস্ত্রে অনেক কারণ বর্ণিত আছে, যাহাতে হেবা ফেরত লওয়ার অবকাশ সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়। ছদকারূপে প্রদত্ত বস্তু কোন ক্ষেত্রেই কাহারও মতে ফেরত লওয়া জায়েয নহে।

হেবা সম্পন্ন হইলে উত্তরাধিকারদের জন্যও অধিকার অটুট থাকিবে

১২৪০। হাদীছ ঃ— ছোহায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সন্তানগণ (মদীনাস্থ) দুইটি ঘর ও উহার চাতাল সম্পর্কে দাবী করিল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহা ছোহায়েব (রাঃ)কে দিয়াছিলেন। তৎকালীন মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান

তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উক্ত দানের সংবাদ বহনকারী কে আছে? তাহারা বলিল, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)। তাঁহাকে ডাকা হইল; তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই রসুলুল্লাহ (দঃ) দুইটি ঘর ও উহার চাতাল ছোহায়েব (রাঃ)কে দিয়াছিলেন। তাঁহার সংবাদের ভিত্তিতে শাসনকর্তা মারওয়ান দাবীদারদের দাবীর স্বীকৃতি ও উহা প্রদানের আদেশ দিয়াছিলেন।

কাহাকেও কোন জিনিষ তাহার জীবন সময়ের জন্য দিয়া দেওয়া

১২৪১। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওমরারূপের হেবা সম্পর্কে ফয়ছালা দিয়াছেন যে উহা গ্রহীতার জন্য স্থায়ীভাবে হইয়া যাইবে।

১২৪২। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ওমরারূপে কৃত হেবা চিরস্থায়ী হেবা পরিগণিত।

ব্যাখ্যা ঃ— "ওমরা" আরবী শব্দ; উহার ব্যাখ্যা হইল কোন বস্তু কাহাকেও হেবা করা এবং সেই হেবাকে তাহার জীবনকালের জন্য সীমিত করিয়া দেওয়া। এই ক্ষেত্রে হেবা চিরস্থায়ীরূপে হইয়া যাইবে এবং সীমিত করার কথা বাতিল হইবে, এমনকি সীমিত করার শর্ত যতই স্পষ্টরূপে বলা হউক না কেন উহা বাতিল হইবে এবং হেবা চিরস্থায়ী হইয়া গ্রহীতার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধীকারীগণ ঐরূপ হেবাকৃত বস্তুর মালিক হইবে। যেমন, খালেদ সায়ীদকে বলিল, এই বাড়ীটা আমি তোমাকে দিয়া দিলাম—তোমার বা আমার জীবনকালের জন্য কিম্বা তুমি বা আমি জীবিত থাকা পর্য্যন্তের জন্য। তোমার মৃত্যুর পর উহা আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে বা আমার মৃত্যুর পর আমার উত্তরাধীকারীদের নিকট ফিরিয়া আসিবে। এইরূপ বলার ক্ষেত্রেও হেবা চিরস্থায়ী হইবে সায়ীদের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীগণই উহার মালিক হইবে। (আলমগীরী, ৪—৩৭৯)। অবশ্য হেবা না করিয়া সাময়িক ব্যবহারে জীবনকালের জন্য দিলেও উহা মূল মালিকেরই থাকিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— ইমাম বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—"রোকবা"; উহার ব্যাখ্যা এই যে, মূল হেবার উপস্থিত সম্পাদন হয় না, বরং হেবাকে শর্ত সাপেক্ষ রাখা হয় দাতার মৃত্যু গ্রহীতার পূর্বে হওয়ার উপর। যেমন—খালেদ সায়ীদকে বলিল, আমার মৃত্যু তোমার পূর্বে হইলে আমার এই বাড়ীটি তোমার হইবে; আর তোমার মৃত্যু আমার পূর্বে হইলে বাড়ীটি আমারই থাকিবে। এই বলিয়া যদি ঐ বাড়ীটা সায়ীদের হস্তে অর্পণও করিয়া দেওয়া হয় তবুও উহা হেবা গণ্য হইবে না। এমনকি খালেদের মৃত্যু সায়ীদের পূর্বে হইলেও সায়ীদ এই বাড়ীর মালিক হইবে না। ঐ বাড়ীর মালিক খালেদ এবং তাহার পরে তাহার উত্তরাধিকারীগণ হইবে। অবশ্য সায়ীদের হস্তে বাড়ী অর্পণ করা হইয়া থাকিলে সায়ীদ উহাকে "আরিয়ত" তথা সাময়িক ও অস্থায়ীরূপে শুধু ব্যবহার করিতে পারিবে, খালেদ যখন ইচ্ছা করিবে ফেরত নিতে পারিবে।

অবশ্য যদি উপস্থিত হেবা সম্পাদনের কথা বলিয়া মৃত্যু কথাটাকে শর্তরূপে উল্লেখ করা হয়; যেমন সায়ীদকে বলা হইল—এই বাড়ীটা তোমাকে দিয়া দিলাম; তবে যদি তোমার মৃত্যু আমার পূর্বে হয় তাহা হইলে বাড়ীটা আমার থাকিবে, আর আমার মৃত্যু তোমার পূর্বে হইলে উহা তোমারই থাকিয়া যাইবে; এই ক্ষেত্রে হেবা চিরস্থায়ী হইয়া শর্তটি বাতিল গণ্য হইবে (কাজীখান)।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● হেবা সম্পন্ন হওয়ার জন্য হেবাকৃত বস্তুকে গ্রহীতা কর্তৃক স্বীয় দখলে নেওয়া শর্ত। যদি কোন বস্ত পূর্ব হইতেই তাহার দখলে ও ব্যবহারে থাকে এবং ঐ অবস্থায় ঐ বস্ত তাহাকে হেবা করা হয় তবে সেই হেবা সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। এক এক শ্রেণীর বস্তুর দখল সেই বস্ত অনুপাতেই হইবে; স্থাবর সম্পত্তির দখল একরূপ এবং অস্থাবর বস্তুর দখল ভিন্নরূপ; অস্থাবরের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী রহিয়াছে। দখলে নেওয়ার পূর্বে উহার উপর গ্রহীতার কোন সত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না; দাতা ইচ্ছা করিলে উহা না দিতেও পারে। অবশ্য গ্রহীতা কর্তৃক কার্যতঃ দখলে নেওয়াই যথেষ্ট—গ্রহণের স্বীকৃতি মুখে উচ্চারণ করার প্রয়োজন নাই। (৩৫৪ পৃঃ)

● পাওনাদার খাতককে স্বীয় পাওনা হেবা করিতে পারে (৩৫৪ পৃঃ) এবং এই হেবা হইতে দাতার পক্ষে ফিরিয়া যাওয়া তথা হেবা ভঙ্গ করার কোন অবকাশ থাকে না (আলমগীরী ৪—৩৮৬)। এই হেবা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য গ্রহীতা তথা খাতক কর্তৃক হেবা গ্রহণের স্বীকারোক্তিরও প্রয়োজন নাই, অবশ্য সে উহা ঐ বৈঠকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিলে হেবা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। (আলমগীরী ৪—৩৮৯)

● এজমালিরূপে কোন বস্ত একাধিক ব্যক্তিকে হেবা করা যায় (ঐ)। বন্টনযোগ্য কোন বস্তুর অংশ বিশেষ ভাগ না করিয়া উহা কাহাকেও হেবা করা হইলে হানফী মজহাব মতে সেই হেবা শুদ্ধ হয় না, কিন্তু একক মালিকের পূর্ণ বস্ত এজমালীরূপে একাধিক ব্যক্তিকে হেবা করা হইলে তাহা জায়েয হইবে (আলমগীরী ৪—৩৮২)। একাধিক ব্যক্তির এজমালী কোন বস্ত উহা বন্টন ব্যতিরেকে একাধিক ব্যক্তিকে হেবা করা হইলে তাহা শুদ্ধ হইবে না (ঐ)। অবশ্য এজমালি বস্তুর সমস্ত মালিক যদি একত্রে পূর্ণ বস্তুটি এক ব্যক্তিকে হেবা করে তবে তাহা শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরী ৪—৩৮৩)।

● কোন ব্যক্তি-বিশেষকে কিছু হেবা করা হইলে সে-ই উহার সত্বাধিকারী হইবে। হেবা করা কালে তথায় অন্য লোক উপস্থিত থাকিলেও তাহারা উহার অংশীদার হইবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, উপস্থিত ব্যক্তিগণ উহার অংশীদার হইবে। (সৌজন্য রক্ষা পর্য্যায়ে এই কথা শত সিদ্ধ হইলেও বিধানরূপে উহা বাধ্যতামুলক হওয়া শুদ্ধ নহে ৩৫৫ পৃঃ)।

"আরিয়ত" তথা কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তু সাময়িক কার্য্যোদ্ধারের জন্য আনা

১২৪৩। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (সর্ব গুণের অধিকারী ছিলেন—তিনি) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যের অধিকারী ছিলেন, তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও দাতা ছিলেন এবং তিনি সর্বাধিক বাহাদুর ও সাহসী ছিলেন। একদা রাত্রিবেলা মদীনা শহরে ভীষণ একটি শব্দ ও কোলাহল শুনা গেল; সকলেই উহাকে শত্রুর আক্রমণের ধ্বনি মনে করিয়া শঙ্কিত হইল। (অন্য কেহ একাকী ঘটনার তদন্তে যাইতে সাহস করিল না, কিন্তু) নবী (দঃ) তলওয়ার কাঁধে ঝুলাইয়া আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ঘোড়ার উলঙ্গ পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক একা একা মদীনা শহরের চতুঃপার্শ্ব প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। এদিকে ছাহাবীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই কার্য্যক্রমের অজ্ঞাতে একত্রিত দল বাঁধিয়া সেই ধ্বনির তদন্ত করার জন্য যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। নবী (দঃ) বলিলেন, তোমরা শান্ত হও, আশঙ্কার কোন কারণ নাই; (আমি সব তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি)।

এই ঘটনায় একটি অলৌকিক ঘটনা ইহাও ঘটিল যে—আবু তালহার ঐ ঘোড়াটির গতি অতি মন্থর ও ধিমা ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সংস্পর্শনে উহা দ্রুতগামী হইয়া গেল, এমনকি তিনি বলিলেন, ঘোড়াটিকে নদীর খর স্রোতের ন্যায় দ্রুতগামী পাইয়াছি! আবু তালহার ঘোড়াটি নবী (দঃ) আরিয়তরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর বা কনের সজ্জায় অন্যের নিকট হইতে কোন বস্তু লওয়া

১২৪৪। **হাদীছ ঃ**—আয়মন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে পাঁচ দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) মূল্যের একটি মোটা সূতি চাদর যাহা তাঁহার ব্যবহারে ছিল উহা সম্পর্কে বলিলেন, আমার ঐ ক্রীতদাসীর প্রতি লক্ষ্য কর—সে ভিতর বাড়ী থাকা অবস্থায় এই চাদরটি পরিধান করিতে অসন্তুষ্ট। অথচ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় আমাদের অবস্থা এই ছিল যে, আমার এইরূপ কাপড়ের একটি জামা ছিল; মদীনার প্রত্যেক নব বধুর জন্য লোক পাঠাইয়া উহা আমার নিকট হইতে আরিয়তরূপে গ্রহণ করা হইত।

দুগ্ধবতী পশু সাহায্যার্থে সাময়িকভাবে দেওয়া

১২৪৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ভাল একটি দুধালো উট দ্বারা সাহায্য করা কতই না উত্তম এবং ভাল। একটি দুধালো বকরীও তদ্রূপ; প্রতিদিন সকালে এবং বৈকালে এক হাড়ি দুগ্ধ দিয়া থাকে। (অবশেষে সর্বমোট বহু দুগ্ধ হয়, যাহা এক সঙ্গে দান করা সহজ হয় না।)

১২৪৬। হাদীছ :— يقول عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً اَعْلَاهُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ ০

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিযাছেন, চল্লিশ প্রকারের সৎকার্য্য আছে, যেইগুলির মধ্যে দুধালো বকরী সাময়িক দান করা একটি প্রধান। ঐ কার্য্যগুলির কোন একটিকে যে ব্যক্তি উহার ছওয়াবের আশায় আকৃষ্ট হইয়া এবং ঐ কার্য্যের বিঘোষিত প্রতিদানে আস্থাবান হইয়া আঁকড়াইয়া ধরিবে, (তাহার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে) ঐ কার্য্যের বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বেহেশত দান করিবেন।

ব্যাখ্যা :—মূল হাদীছে ঐ চল্লিশ প্রকারের সৎ কার্য্যের বিস্তারিত বিবরণ দান করা হয় নাই। বিভিন্ন হাদীছে বহু সৎকার্য্যের বিবরণ দান করা হইয়াছে যাহার সংখ্যা চল্লিশ হইতেও অধিক। সম্ভবতঃ সেই সবের প্রতি তৎপরতার উদ্দেশ্যেই উক্ত চল্লিশটিকে নির্দিষ্ট-রূপে ব্যক্ত করা হয় নাই।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ হাচ্ছান ইবনে আতিয়া (রঃ) দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটি উল্লেখ করিয়াছেন—(১) হাঁচিদানে "আলহামদুলিল্লাহ" বলার উত্তরে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা। (২) পথ-ঘাট হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। কোন কোন মোহাদ্দেছ আরও কুড়িটির বিবরণ দান করিয়াছেন—(৩) পুঁজিহীন কর্মদক্ষ ব্যক্তিকে পুঁজিদানে সাহায্য করা। (৪) কার্য্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে তাহার কার্য্যে সাহায্য করা। (৫) কাহারও পাদুকার দোয়াল ছিন্ন হইয়া সে অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে তাহার সেই অসুবিধা দূরীভূত করা। (৬) মোসলমান ভাইয়ের দোষত্রুটি প্রকাশ না করা। (৭) মোসলমান ভাইয়ের সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া। (৮) মোসলমান ভাইকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করা। (৯) একত্র বসা অবস্থায় অন্যের জন্য স্থান সঙ্কুলান করা। (১০) সৎকার্য্যের পথ প্রদর্শন করা। (১১) মিষ্টভাষী হওয়া। (১২) বৃক্ষ রোপণ দ্বারা লোকের উপকার করা। (১৩) শস্য রোপণ দ্বারা উপকার করা। (১৪) অন্যের কার্যোদ্ধারে সুপারিশ করা। (১৫) রুগ্নকে সেবাশুশ্রূষা ও দেখা-শুনা করা। (১৬) দোয়া সহ মোছাফাহা করা। (১৭) আল্লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লার দোস্তের সঙ্গে মহব্বত করা। (১৮) আল্লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লার দুশমনের প্রতি দুশমনি রাখা। (১৯) আল্লার সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে পরস্পর একতাবদ্ধ হওয়া। (২০) পরস্পর সাক্ষাৎ-মোলাকাত করা। (২১) সকল লোকের হিত ও মঙ্গল কামনা করা। (২২) মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা।

১২৪৭। **হাদীছ ঃ**—আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে এক গ্রাম্য ব্যক্তি উপস্থিত হইল এবং তাঁহার নিকট হিজরতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, হিজরত অতি কঠিন কাজ; (তোমার জন্য উহার আবশ্যক নাই, যেহেতু তোমার দেশে ইসলামের কাজে বাধা নাই।) অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি উটের পাল আছে? সেই ব্যক্তি বলিল—হাঁ! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন উহার যাকাৎ ইত্যাদি আদায় করিয়া থাক ত? সে বলিল—হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সাময়িক সাহায্য স্বরূপ কাহাকেও উহার কোনটা দিয়া থাক কি? সে বলিল—হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পানি পানের স্থানে উহা দোহন (করতঃ তথাকার উপস্থিত গরীব মিছকীনকে সাহায্য) করিয়া থাক কি? সে বলিল—হাঁ। অতঃপর হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, (মদীনা হইতে) বহু দূরে সমুদ্রসমূহের অপর পারে অবস্থান করিয়া হইলেও তুমি নেক কাজ করিয়া যাও; আল্লাহ তায়ালা ছওয়াব দানে কম করিবেন না।

১২৪৮। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পথিমধ্যে একটি জমি দেখিতে পাইলেন যাহার শস্য অতি চমৎকার ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই জমিটি কোন ব্যক্তির? সকলেই উত্তর করিল, ইহার মালিক অমুক, কিন্তু সে উহা কেরায়া রূপে দিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, সাহায্য স্বরূপ প্রদান করা বিনিময় গ্রহণ করা অপেক্ষা উত্তম ছিল।

সাক্ষ্যদান বিষয় সম্পর্কে

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ .....

অর্থ—হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায় ও ইন্সাফের উপর দৃঢ় থাক এবং আল্লার জন্য তথা স্বার্থবশে নয়, বরং পরের উপকার করিয়া আল্লার সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দান কর; যদিও সে সাক্ষ্য নিজের স্বার্থ বিরোধী বা মাতা পিতা ও খেশ-কুটুম্বের স্বার্থ বিরোধী হয়। (কাঁহাকেও ধনাঢ্য দেখিয়া তাহার মান সম্মান দৃষ্টে বা কাহাকেও দরিদ্র দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া সত্য সাক্ষী এড়াইবার চেষ্টা করিও না, বরং) ধনাঢ্য হউক বা দরিদ্র হউক (তাহারা আল্লার বন্দা হিসাবে) তাহাদের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্ক (তোমার তুলনায়) অধিক দৃঢ়; (এতদসত্ত্বেও যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাকে আদেশ করিতেছেন যে, তুমি তাহাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সত্য সাক্ষ্য দান কর, এমতাবস্থায় তোমার জন্য সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। সত্য সাক্ষ্য প্রদানের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া) তুমি প্রবৃত্তির বশীভূত সাব্যস্ত হইও না, নতুবা তুমি বিপথগামী পরিগণিত হইবে। যদি তুমি অর্থাটী সাক্ষ্য দাও বা সত্য সাক্ষ্য দানে

বিরত থাকার চেষ্টা কর, তবে স্মরণ রাখিও—(আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমার অপচেষ্টা গোপন থাকিবে না) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সকলের কার্যকলাপের খোঁজ রাখেন। (৫ পারা ১৭ রুকু)

সাক্ষীদের সৎ হওয়া আবশ্যক

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— وا شهدوا ذوى عدل منكم "তোমাদের (তথা মোসলমানদের) মধ্য হইতে এমন দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও যাহারা সৎ হয়।"

১২৪৯। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওত্‌বা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ওমর (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবিতকালে যখন অহীর দরওয়াজা খোলা ছিল তখন কোন কোন সময় কোন কোন মানুষের (সৎ-অসৎ হওয়ার) গুপ্ত অবস্থা অহীর দ্বারা প্রকাশ হইয়া যাইত। বর্তমানে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহকাল ত্যাগ করার পর অহী বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এখন কাহাকেও সৎ-অসৎ গণ্য করার জন্য একমাত্র পথ হইল তাহার বাহ্যিক দৃশ্য অবস্থা। যে ব্যক্তি সৎ বলিয়া প্রমাণিত হইবে সে বিশ্বস্ত গণ্য হইবে এবং তাহাকে গ্রহণ করিব। তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থার জন্য আমরা দায়ী হইব না, বরং সেই অবস্থার জন্য সে-ই আল্লাহ তায়ালার নিকট দায়ী হইবে। আর যে ব্যক্তি অসৎ প্রমাণিত হইবে সে বিশ্বস্ত গণ্য হইবে না এবং সে গ্রহণীয় হইবে না, যদিও সে দাবী করে যে, তাহার আন্তরিক অবস্থা ভাল।

সত্য সাক্ষ্য গোপন করা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— والذين لا يشهدون الزور কিরূপ লোক বেহেশতের উপযোগী গণ্য হইবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সুদীর্ঘ আলোচনায় কতিপয় গুণের উল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে একটি গুণ এই উল্লেখ করিয়াছেন যে, "যেই বন্দাগণ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে না।" আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

অর্থ—তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না; যে ব্যক্তি উহা গোপন করিবে তাহার অন্তঃকরণ (তথা বাস্তবরূপে সে) পাপী সাব্যস্ত হইবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমুদয় কার্য্যকলাপ জ্ঞাত থাকেন। (৩ পাঃ ৭ রুঃ)

১২৫০। হাদীছ :— عن انس رضى الله تعالى عنه قال

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কবিরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, (কার্য্যকলাপ বা কথাবার্তায়) কোন বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা তুল্য মর্য্যাদা কাহারো জন্য প্রকাশ করা, মাতা-পিতার অবাধ্য চলা, কাহাকেও খুন করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

১২৫১। হাদীছ :— عن ابى بكرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ اَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ০

অর্থ—আবু বকরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদিগকে বড় বড় কবিরা গুনাহগুলি জ্ঞাত করিব কি? এইরূপে (আমাদের লক্ষ্য আকৃষ্ট করার জন্য) তিনবার প্রশ্ন করিলেন। উপস্থিত সকলেই আরজ করিল, নিশ্চয় ইয়া রসুলাল্লাহ! নবী (দঃ) বলিলেন, (কার্যকলাপ বা কথাবার্তায় কোন বিষয়ে) (১) আল্লাহ তায়ালা তুল্য মর্য্যাদা কাহারও জন্য প্রকাশ করা (২) মাতা-পিতার অবাধ্য চলা। এই পর্য্যন্ত তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন, অতঃপর তিনি (বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শনে) উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, স্মরণ রাখিও—(৩) মিথ্যা কথা বলা। (হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন—) এই তৃতীয় বিষয়টি নবী (দঃ) বার বার বলিতে লাগিলেন, এমনকি আমরা তাঁহার ক্ষান্ত হওয়ার আগ্রহ করিতে লাগিলাম; (যেন তিনি ক্লান্ত হইয়া না পড়েন।)

অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য

মছআলাহ :—কাহারও উপর কোন দাবী ও স্বত্ব বা অধিকার প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্র ব্যতীত সাধারণ ব্যাপারে—যেমন আজান দেওয়া যাহা নামাযের বা এফতারের ওয়াক্ত উপস্থিতির সাক্ষ্য বটে—এইরূপ ক্ষেত্রে অন্ধের সাক্ষ্য সর্বসম্মতরূপে গ্রহণীয়।

নামাযের ওয়াক্ত বা এফতারের ওয়াক্ত যদিও সূর্য্যের উপর নির্ভরশীল যাহা দেখা পর্য্যায়ভুক্ত, কিন্তু ঐরূপ ক্ষেত্রে অন্ধ ব্যক্তি অন্যের সাহায্যে তাহা অবগত হইতে পারে। (দৃষ্টিহীন অবস্থায়) ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিজস্ব ব্যক্তিকে সূর্য্যাস্ত দেখায় নিয়োজিত করিতেন এবং তাহার সংবাদে এফতার করিতেন; ছোবহে-ছাদেক প্রত্যক্ষ করার জন্যও ঐরূপ লোক নিয়োগ করিতেন এবং তাহার সংবাদে তাহাজ্জুদ ক্ষান্ত করিয়া ফজরের ছুন্নত পড়িতেন।

এই সকল ক্ষেত্রে যেহেতু কাহারও উপর কোন দাবী, স্বত্ব বা অধিকার চাপাইয়া দেওয়ার ব্যাপার নহে, তাই অন্যের সংবাদে সাক্ষ্য দেওয়ার অবকাশ উপেক্ষা করা হয় নাই।

কাহারও উপর দাবী, স্বত্ব বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও কোন কোন ইমাম ঐ অবকাশের ভিত্তিতেই অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণীয় বলিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা অন্যের সংবাদে আহরিত জ্ঞানে যে দুর্বলতা রহিয়াছে উহা লক্ষ্য করিয়া অধিকাংশ ইমামগণ দাবী, স্বত্ব বা অধিকার প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অন্ধের সাক্ষ্য বাতিল সাব্যস্ত করিয়াছেন।

অবশ্য সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু যদি এরূপ হয় যাহা শুধু শ্রবণ পর্য্যায়ের এবং সাক্ষ্য প্রদান কালে ঐ বস্তুকে নির্দিষ্ট করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন না আসে সেই শ্রেণীর দাবীর ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার বিশিষ্ট শাগের্দ ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) সহ অনেকেই অন্ধের সাক্ষ্যকে গ্রহণীয় বলিয়াছেন। কারণ, অন্ধের শ্রবণশক্তি ত্রুটিহীনই বটে এবং শ্রবণ পর্য্যায়ের বস্তুর জ্ঞান ও নির্দ্ধারণ শুধু শ্রবণে সম্ভব। এই তথ্যের সমর্থনেই বোখারী (রঃ) নিম্নের হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন।

১২৫২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার গৃহে তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেছিলেন ; ঐ সময় আব্বাদ (রাঃ) ছাহাবী মসজিদে নামায পড়িতেছিলেন। নবী (দঃ) তাঁহার কেরাত পড়ার শব্দ শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আয়েশা! ইহা কি আব্বাদের আওয়াজ? আমি বলিলাম, হাঁ। নবী (দঃ) তাঁহার জন্য দোয়া করিলেন হে আল্লাহ! আব্বাদের প্রতি তোমার বিশেষ করুণা দান কর।

ব্যাখ্যা ঃ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কণ্ঠস্থ কোন একটি কোরআনের আয়াত তাঁহার লক্ষ্যের অন্তর্হিত হইয়াছিল ; আব্বাদ (রাঃ) তাহাজ্জুদ নামাযে ঐ আয়াতটি তেলাওয়াত করিলে নবী (দঃ) সেই তেলাওয়াতের শব্দ শুনিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি সহজে হযরতের অন্তর্হিত সেই আয়াতটি তাঁহার হৃদয়পটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ; তাই হযরত (দঃ) আব্বাদ (রাঃ) ছাহাবীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নামে দোয়া করিলেন।

এস্থলে ইমাম বোখারীর উদ্দেশ্য এই যে, একজন লোককে না দেখিয়া শুধু তাহার শব্দ ও আওয়াজ শ্রবণে নবী (দঃ) ও আয়েশা (রাঃ) লোকটিকে নির্দিষ্ট করিতে পারিলেন। সুতরাং অন্ধ ব্যক্তি না দেখিলেও শব্দ শ্রবণে লোক চিনিতে ও ঘটনা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে, অতএব অন্ধ ব্যক্তি এই সূত্রে সাক্ষ্য দিতে পারে। অধিকাংশ ইমামগণ উত্তরে বলেন যে, এই উপলব্ধি যেহেতু সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত নয়, তাই উহার ভিত্তিতে কাহারও উপর কোন দাবী স্বত্ব বা অধিকার চাপানো যাইতে পারে না।

কাহারও অতিরিক্ত প্রশংসা করা

১২৫৩। হাদীছ ঃ—আবু বকরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, তুমি ত স্বীয় বন্ধুর (—যাহার প্রশংসা করিয়াছ তাহার) গলা কাটিয়াছ, তুমি ত

স্বীয় বন্ধুর গলা কাটিয়াছ—বারবার এইরূপ বলিলেন। অতঃপর বলিলেন, মোসলমান ভাইয়ের প্রশংসা করার প্রয়োজন হইলে এরূপ বলিবে—"আমি তাহাকে এইরূপ মনে করিয়া থাকি, প্রকৃত অবস্থা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। আমি আল্লার পক্ষে তথা বাস্তব অবস্থারূপে কাহারও গুণগান করি না, বরং অমুক ব্যক্তির উপর আমার এই এই ধারণা।"

এইরূপে প্রশংসা করার অনুমতিও শুধু ঐ ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির প্রতি বাস্তবিকই ঐ ধারণা থাকে। (নতুবা মিছামিছি এইরূপ বলাও নিষিদ্ধ।)

১২৫৪। হাদীছ ঃ— عن ابى موسى رضى الله تعالى عنه

سَمِعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِى عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِى مَدْحِهِ فَقَالَ اَهْلَكْتُمْ اَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ -

অর্থ—আবু মূছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে অত্যাধিক ও অতিরঞ্জিতরূপে প্রশংসা করিতে শুনিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, তুমি ঐ ব্যক্তির মেরুদণ্ড কর্তন করিয়াছ—তাহার ধ্বংস টানিয়া আনিয়াছ।

ব্যাখ্যা ঃ—এইরূপ প্রশংসার দরুণ মানুষের মধ্যে আত্মগৌরব ও অহঙ্কার সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহা ধ্বংসের মূল।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● লুকাইয়া কাহারও স্বীকৃতি শ্রবণ করিয়া থাকিলে সেই স্বীকৃতির সাক্ষ্য দেওয়া যায় (৩৫৯ পৃঃ)। যেমন, সলীমের উপর কলীমের কোন প্রাপ্য আছে যাহার কোন সাক্ষী নাই। সলীম কলীমের নিকট তাহার প্রাপ্য স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু কোন লোক সম্মুখে সলীম স্বীকার করে না; তাই কলীম সলীমের স্বীকৃতির সাক্ষী লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত। কলীম গোপন ব্যবস্থায় কোন ঘরের বিশেষ কক্ষে দুইজন লোক লুকাইয়া রাখিয়া সলীমকে সেই ঘরে ডাকিয়া আনিল এবং তাহার প্রাপ্যের আলোচনা করিল। সলীম ধারণা করিল, ঐস্থানে কোন লোক নাই, তাই সে স্বীকার করিল এবং তাহার স্বীকৃতি লুকায়িত লোকদ্বয় শ্রবণ করিল। যদিও এইরূপ ঘটনায় প্রবঞ্চনার ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং সাধারণতঃ প্রবঞ্চনাময় কার্য্য সাক্ষীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেহেতু সলীমেরই দোষে কলীম তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত থাকিতেছে, তাই ঐরূপ গোপন ব্যবস্থা কাহারও পক্ষে দোষণীয় গণ্য হইবে না—সাক্ষীদের উপর এই দোষের জেরা চলিবে না। অবশ্য সাক্ষীগণ কর্তৃক সলীমের স্বীকৃতি শ্রবণের সঙ্গে ছিদ্র-পথে হইলেও সলীম তাহাদের দৃষ্টিগোচরে হওয়া আবশ্যক, নতুবা সলীমের স্বীকৃতি বলিয়া তাহারা কিরূপে সাক্ষ্য দিবে? শুধু কণ্ঠস্বর দ্বারা ব্যক্তি নির্দিষ্ট করণ অকাট্য হয় না, অথচ সত্য ও খাঁটী সাক্ষ্যের জন্য অতিশয়

দৃঢ় জ্ঞান লাভ আবশ্যক। তাই হানফী মজহাব মতে কোন ব্যক্তির উপর স্বীকৃতির সাক্ষ্য দানে স্বীকারোক্তির সময় ঐ ব্যক্তি সাক্ষীদের দৃষ্টিগোচরে হওয়া কিম্বা কণ্ঠস্বর ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে স্বীকৃতি দানকারী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দৃঢ় জ্ঞান আবশ্যক, অন্যথায় সাক্ষীগণ নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দিতে পারিবে না (আলমগীরী, ৩—৫২৫)।

মছআলাহ ঃ—সাক্ষ্য দানের বিধান একমাত্র ইহাই যে, দেখার বস্তু সরাসরি প্রত্যক্ষ রূপে দেখিয়া এবং শুনার বস্তু সরাসরি নিজে মূল সাক্ষ্যবস্তুটা শ্রবণ করিয়া সাক্ষ্য দিবে; অন্য লোকের মুখে ঘটনা শুনিয়া সাক্ষ্য দিতে পারিবে না। অবশ্য নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় রহিয়াছে যে সবের ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকিয়াও সর্বজন প্রসিদ্ধ খবর যাহা মিথ্যা হওয়াকে জ্ঞান বিবেক প্রত্যাখ্যান করে—ঐরূপ খবর শুনিয়া, এমনকি স্থান বিশেষে দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী যাহারা সর্বত্র নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী পরিগণিত তাহাদের সাক্ষ্যে খবর শুনিয়াও সাক্ষ্য দিতে পারে (আলমগীরী, ৩—৫৩০)।

ঐরূপ বিষয় কি কি তাহা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম বোখারী (রঃ) ঐ শ্রেণীর তিনটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন (২৬০ পৃঃ)।

(১) নছব বা বংশ পরিচয়—যেমন, অমুকের পিতা অমুক, অমুকের দাদা অমুক বা অমুকের ছেলে অমুক ইত্যাদি। (২) কাহারও দীর্ঘদিন পূর্বের মৃত্যু সংবাদ। এই দুইটি বিষয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকিয়া এবং না দেখিয়া উল্লিখিত রূপের খবর শুনিয়া সাক্ষ্য দেওয়া যায়—ইহা সর্ববাদী সম্মত। ইমাম বোখারী (রঃ) তৃতীয় আরও একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—"রাজায়াৎ" অর্থাৎ শিশু বয়সে কোন মহিলার দুগ্ধ পান করা যদ্বারা মা-বোন, খালা-ফুফু ইত্যাদির ন্যায় অনেক মেয়ের সঙ্গে বিবাহ চিরকালের জন্য হারাম হইয়া যায়। দীর্ঘ দিন পূর্বের সেই রাজায়াৎ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলে তাহা প্রত্যক্ষরূপে দেখা ছাড়া উল্লিখিত আকারে খবর শুনিয়াও সাক্ষ্য দেওয়া যায়—ইহা ইমাম বোখারীর মত। অন্য ইমামগণের মতে "রাজায়াৎ" সম্পর্কে প্রত্যক্ষরূপে দেখা ব্যতিরেকে সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে না। এমনকি হানফী মজহাব মতে সাধারণ বিষয়াবলীর ন্যায় রাজায়াৎও দুই জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার প্রত্যক্ষরূপে দেখা সাক্ষ্য ব্যতীত প্রমাণিত হইবে না।

● অসৎ লোকের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নহে—যেমন চোর, ব্যভিচারী। অবশ্য তাহারা যদি তওবা করিয়া সৎ হইয়া যায় এবং তাহাদের সততার উপর এই পরিমাণ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় যাহাতে সাধারণভাবে বিশেষতঃ বিচারকের বিবেকে তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হওয়া সাব্যস্ত হয় তবে তাহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে—ইহাতে কোন দ্বিমত নাই। বিশেষ একটি বিষয় আছে যাহার ক্ষেত্রে কাহাকেও শরীয়ত মিথ্যুক সাব্যস্ত করিয়া নির্দ্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করিলে হানফী মজহাব মতে পরবর্তী জীবনে সে তওবা করিলেও তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না; চিরদিনের জন্য তাহার সাক্ষ্য পরিত্যক্ত ও বিবর্জিত হইয়া

থাকিবে। সেই বিষয়টি হইল—কোন মোসলমানের প্রতি জেনা বা ব্যভিচারের অপবাদ লাগাইয়া এই ব্যাপারে শরীয়ত কর্তৃক প্রবর্তিত বিশেষ বিধান মোতাবেক প্রমাণ দানে অসমর্থ হইলে শরীয়ত তাহাকে সে ক্ষেত্রে মিথ্যুক সাব্যস্ত করিয়া ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রয়োগ করে। কোন ব্যক্তি ঐ শ্রেণীর ঘটনায় মিথ্যুক সাব্যস্ত হইয়া ৮০ বেত্রদণ্ডের শাস্তি ভোগ পূর্বক সেই মিথ্যার কলঙ্ক তাহার উপর বিধানগত রূপে বলবৎ হইয়া যাওয়ার পর তাহার জীবনে আর তাহার সাক্ষ্য কখনও গৃহীত হইবে না। এমনকি শত তওবা করিলেও হানফী মজহাব মতে তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না। অন্যান্য ইমামগণের ভিন্ন মত রহিয়াছে; ইমাম বোখারীর মতেও তওবার পর তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হইবে। অবশ্য যদি ঐরূপ অপবাদ লাগাইয়াছে, হয়তো প্রমাণ দিতেও অসমর্থ, কিন্তু ৮০ বেত্রদণ্ডের শাস্তি তাহার উপর পড়ে নাই; হয়ত বাদী তাহার বিরুদ্ধে মামলাই দায়ের করে নাই সে ক্ষেত্রে তওবা করিলে হানফী মজহাব মতেও তাহার সাক্ষ্য গৃহিত হইবে।

● নাজায়েয বা অন্যায় কাজের উপর সাক্ষী হওয়া নিষিদ্ধ (৩৬১ পৃঃ)।

● **নারীদের সাক্ষ্য**ঃ—এ সম্পর্কে সাধারণ বিধান এই যে, শুধু নারীদের সাক্ষ্যে কোন দাবী প্রমাণিত হইবে না এবং একজন পুরুষের সহিত একজন নারীর সাক্ষ্যেও দাবী প্রমাণিত হইবে না—যেরূপ শুধু একজন পুরুষের সাক্ষ্যে কোন দাবী প্রমাণিত হয় না; সেই পুরুষ যে কেহই হউক না কেন। সাধারণতঃ যে কোন দাবী প্রমাণিত হওয়ার জন্য বা বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য একজন পুরুষের সহিত দুইজন মহিলার সাক্ষ্য আবশ্যক। ইহা পবিত্র কোরআনের বিধান (৩ পাঃ ৭ রুঃ দ্রষ্টব্য)।

তবে মেয়েয়েদের যে সব অবস্থা পুরুষের অবগত হওয়ার নহে, ঐরূপ বিষয়ে শুধু বিশ্বস্তা নারী একজনেরও সাক্ষ্য যথেষ্ট হয়। (আলমগীরী, ৩—৫২৩)

যে সব ব্যাপারে প্রাণদণ্ড হয়—যেমন, খুনের বদলা খুন এবং বিবাহিত লোকের জেনা বা ব্যাভিচারের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড; কিম্বা অঙ্গহানীর শাস্তি হয়; তদ্রূপ যে সব ব্যাপারে শরীয়তে বেত্রদণ্ড নির্দ্ধারিত রহিয়াছে—যেমন, মদ্য পানের শাস্তি ৮০ বেত্রদণ্ড অবিবাহিত লোকের জেনার শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত। এইসব ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় নহে। উল্লেখিত তিন শ্রেণীর বিষয়ে বিধান সম্মত রূপের সাক্ষ্য শুধুমাত্র পুরুষের সাক্ষ্যই হইবে। ফতওয়া-শামী ৪—৫১৩

● সাক্ষীদের সৎ-সাধু হওয়া সম্পর্কে আস্থা লাভ করা বিচারকের বিশেষ কর্তব্য। যদি প্রাণদণ্ড বা নির্দ্ধারিত অঙ্গহানী কিম্বা নির্দ্ধারিত বেত্রদণ্ডের ব্যাপার হয় তবেত প্রকাশ্যে ও গোপনে সাক্ষীদের সম্পর্কে পূর্ণ যাচাই করিয়া উক্ত আস্থা অবশ্যই লাভ করিতে হইবে। এমনকি বিচারকের বিবেকে সাধারণ দৃষ্টিতে সৎ-সাধু বিবেচিত হইলেও

সেই যাচাই করিতে হইবে। আর যদি ঐ শ্রেণীর দণ্ড ব্যতীত অন্য বিষয়ের বিচার হয় সে ক্ষেত্রেও অন্ততঃ গোপন যাচাই অবশ্যই করিতে হইবে। তবে যদি সাক্ষীদের দোষী হওয়া সম্পর্কে কোন অভিযোগ না থাকে সে ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লাহে আলাইহের মতে যাচাই ব্যতিরেকে সাধারণ দৃষ্টিতে সাক্ষীদের সৎ-সাধু বিবেচিত হওয়ার উপর বিচারক নির্ভর করিতে পারেন (আলমগীরী, ৩—১৯৯)।

সাক্ষীদের অবস্থার সেই গোপন যাচাইয়ে একজন আস্থাশীল নির্ভরযোগ্য পুরুষের তথ্য দান যথেষ্ট হইবে (৩৬৬ পৃঃ)। এমনকি ঐরূপ একজন নারী (যদি তাহার বাহিরের অভিজ্ঞতা থাকে তবে) তাহার তথ্য দানও যথেষ্ট হইবে (৩৬৩ পৃঃ)। অবশ্য যদি ভাল-মন্দ উভয় রকম তথ্য প্রকাশ পায় সে ক্ষেত্রে ভিন্ন বিবরণ রহিয়াছে (ফতওয়া কাজীখান দ্রষ্টব্য)।

ঐরূপ তথ্যদান ক্ষেত্রে তথ্যদানকারী অন্যের দোষগুণ বর্ণনায় সতর্কতামুলক উক্তি করতঃ যদি বলে যে, আমি তাহার সম্পর্কে এই জানি। অর্থাৎ সে বাস্তবে এইরূপ বা তাহার এই এই দোষ বা গুণ রহিয়াছে—এরূপ সাব্যস্তমুলক উক্তি না করিলেও তাহার বর্ণনার উপর নির্ভর করা যাইবে। (৪৫৯ পৃঃ)

খলীফা ওমরের শাসনামলে আবু জমিলা নামক এক ব্যক্তি সদ্য প্রসূত লাওয়ারেস একটি শিশু কোথাও পতিত পাইল।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এই শ্রেণীর লাওয়ারেসের প্রতিপালন সরকারের দায়িত্ব, তাই ঐ ব্যক্তি উহাকে সরকারের নিকট অর্পণ করিতে চাহিলে খলীফা ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইহাতে কোন গোলমাল থাকিতে পারে। অর্থাৎ হয়ত শিশুটি প্রকৃত প্রস্তাবে লাওয়ারেস নয়, বরং এই ব্যক্তিরই শিশু; সে উহার ব্যয়ভার সরকারের উপর চাপাইবার জন্য এই ফন্দি করিয়াছে; তাই ইহা তদন্ত সাপেক্ষ। তদন্তকালে ঐ ব্যক্তির গোত্রীয় সর্দার তাহার সম্পর্কে মন্তব্য করিল যে, লোকটি সৎ সাধু। সেমতে খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিয়া দিলেন, শিশুটির লালন-পালন তুমিই কর, ব্যয়ভার সরকার বহন করিবে (৩৬৬ পৃঃ)।

● নাবালেগের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নহে (৩৬৬)। ছেলে বা মেয়েদের স্বপ্নদোষ ইত্যাদি যে কোন উপায়ে বীর্য্য বাহির হইলে বালেগ গণ্য হইবে। তদ্রূপ মেয়ের হায়েজ আসিলে বা হামল হইলেও বালেগ গণ্য হইবে। এই সব না হইয়া বয়সেও বালেগ হইতে পারে এবং সেই বয়স সীমা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রহিয়াছে। ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের জন্যই পনর বৎসর বয়সের সিদ্ধান্তই অগ্রগণ্য। নয় বৎসরের কম বয়সে কেহ বালেগ হইতে পারে না; তাই এর পূর্বে কোন মেয়ের শ্রাব দেখা গেলে তাহা রোগজনিত গণ্য হইবে। বয়স ইত্যাদি বালেগ হওয়ার আলামত সবই অপ্রকাশ্য বস্তু, অতএব যদি কোন ঘটনায় বালেগ-নাবালেগের পার্থক্য উপস্থিত কার্য্যক্ষেত্রে সাব্যস্ত করা অপরিহার্য্য হইয়া পরে এবং ঐ সব আলামত সাব্যস্ত করার বিশ্বাসযোগ্য সূত্র না থাকে সে ক্ষেত্রে গুপ্ত লোমকে সাময়িকভাবে বালেগ পরিগণনার প্রতীক সাব্যস্ত করা যায়।

● কেহ কোন দাবী বা অভিযোগ পেশ করিলে তাহাকে সাক্ষী সংগ্রহের সুযোগ দেওয়া হইবে (৩৬৭)। ● শপথ বা কসম প্রদানে উহাকে কঠোর করার জন্য উহার অনুষ্ঠান কোন বিশেষ সময়ে—যেমন, আছরের পরে করা যায় (৩৬৭)। কিন্তু বিচারালয় বা ঘটনাস্থল ছাড়া অন্যত্র—যেমন, মসজিদে যাইয়া কসম করার জন্য বাধ্য করা চলিবে না (ঐ)। ● বাদী সাক্ষী উপস্থিত না করায় বিবাদীর কসম গ্রহণ করা হইয়াছে; অতঃপর বাদী সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছে। সে ক্ষেত্রে বাদীর সাক্ষী গ্রহণ করা হইবে (৩৬৮ পৃঃ)। এমনকি যদি বাদী স্পষ্ট বলিয়া থাকে, আমার সাক্ষী নাই এবং তাহারই কথায় বিবাদীর কসম গ্রহণ করা হইয়াছে অতঃপর বাদী সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছে সে ক্ষেত্রেও বাদীর সাক্ষী গ্রহণ করাই অগ্রগণ্য (আলমগীরী, ৩—৪৩৬)। ● কোন মোসলমানের বিরুদ্ধে কোন অমোসলেমের সাক্ষ্য গৃহিত নহে। অমোসলেমদের পরস্পর তাহাদের সাক্ষ্য গৃহিত হইবে। কোন কোন ইমামের মতে তাহাদের মধ্যেও এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়ের সাক্ষী গৃহিত নহে। (৩৬৯ পৃঃ)

কসম ও শপথ শুধু বিবাদীর পক্ষ হইতেই গ্রহণযোগ্য

অর্থাৎ—বাদী পক্ষের দাবী প্রমাণিত হওয়ার একমাত্র উপায় হইল সাক্ষী, বাদী পক্ষের কসম ও শপথ দ্বারা তাহার দাবী প্রমাণিত হইবে না। বাদী পক্ষ সাক্ষী উপস্থিত করায় অক্ষম হইলে বিবাদী পক্ষকে স্বীয় বক্তব্যের উপর শপথ করিতে বলা হইবে, তাহার শপথকেই গ্রহণ করা হইবে এবং তাহার শপথ অনুসারেই রায় দান করা হইবে। অবশ্য সে কসম ও শপথ করিতে অসম্মত হইলে বাদী পক্ষের দাবী অন্য কোন প্রমাণ ছাড়াই সাব্যস্ত হইয়া যাইবে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) ১১৭০ নং হাদীছের ঘটনায় বাদীকে বলিয়াছিলেন, তোমাকে দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করিতে হইবে, নতুবা বিবাদীর কসম গ্রহণ করা হইবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একমাত্র বিবাদীর পক্ষেই শপথ গ্রহণ করার নির্দেশ জারী করিয়াছিলেন। অর্থাৎ বাদী পক্ষের শপথ তাহার দাবী প্রমাণে গ্রহণীয় নহে।

কসম খাওয়ায় অগ্রাধিকারে প্রতিযোগিতা হইলে

১২৫৫। হাদীছ:— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ঘটনায় কতিপয় লোককে কসমের কথা বলিলে তাহাদের প্রত্যেকেই অপরের পূর্বে কসম সমাপ্ত করিয়া অবসর হইতে চাহিল। তখন নবী (দঃ) তাহাদের মধ্যে কে কাহার পূর্বে কসম খাইবে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য লটারী করার আদেশ দিলেন।

ব্যাখ্যা:— ইসলামী আইনে কাহারও দাবী প্রমাণিত হওয়ার সূত্র হইল সাক্ষী; দাবীদার সাক্ষী সংগ্রহে অপারক হইলে উক্ত দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জন্য অপর পক্ষের

উপর শপথ বা কসম প্রবর্তিত হইবে; শপথ করায় অস্বীকার করিলে দাবীদারের দাবী সাক্ষী ব্যক্তিরেকেই সাব্যস্ত হইয়া যাইবে; অপর পক্ষ শপথ করিয়া নিলে দাবী প্রত্যাখ্যাত হইয়া যাইবে। সুতরাং ইসলামী আইন মতে দাবীদারের উপর সাক্ষী এবং দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জন্য অপর পক্ষের উপর শপথ বা কসম প্রবর্তিত হয়। কোন ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই পরস্পর দাবীদার হয় এবং দুই এর অধিকও হয়। যথা একটি জমি যাহার একশত জন দখলদার রহিয়াছে; প্রত্যেকেই উহা ষোল আনার মালিক হওয়ার দাবী করে, কাহারও কোন সাক্ষী প্রমাণ নাই। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি শপথ করিয়া বলিবে, আমি ভিন্ন অন্য কাহারও স্বত্ব এই জমিতে নাই। সকলে এইরূপ শপথ করিলে উক্ত জমি তাহাদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শপথ না করিবে তাহার দাবী বাতিল হইয়া যাইবে। এই একশত লোকের কসম খাওয়া সাব্যস্ত হইলে যদি তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় এবং প্রত্যেকেই অপরের আগে কসম খাওয়া সমাপ্ত করিয়া অবসর হইতে চায়, তবে বিচারক নিজ অধিকার বলে তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু সেরূপ করিলে যাহাদেরকে পেছনে ফেলা হইবে তাহারা বিচারকের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ধারণা করিবে—ইহাও বিচারকের পক্ষে কলঙ্ক, তাই সুন্নত তরিকা এই যে, ঐরূপ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ও বিচারক নিজ অধিকার না খাটাইয়া পক্ষপাতিত্বের ধারণার অবকাশ বিহীন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। যেমন, লটারী দ্বারা শৃঙ্খলা সাব্যস্ত করিবে।

লটারী দ্বারা কাহারও কোন দাবী সাব্যস্ত করা যায় না। তদ্রূপ স্বত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করিতে লটারীর কোনই মূল্য নাই, কিন্তু পক্ষপাতিত্বের ধারণা দূর করতঃ সকলের মন রক্ষা করার ন্যায় মামুলী ব্যাপারে লটারীর ব্যবহার উত্তমই বটে। যেমন—এক ধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে সকলের প্রতি সম ব্যবহার করা স্বামীর উপর ফরজ, কিন্তু ছফরে যাওয়া কালে যে কোন স্ত্রীকে সঙ্গে নেওয়ার অধিকার স্বামীর রহিয়াছে, উহা নির্বাচনেও স্বামী সম্পূর্ণ স্বাধীন। এতদসত্ত্বেও স্বামীর জন্য সুন্নত তরিকা হইল, লটারীর সাহায্যে একজন নির্বাচন করা।

১২৫৬। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভ্যাস ছিল—বিদেশ যাত্রার ইচ্ছা করিলে স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী করিতেন। তাঁহার মধ্যে যাঁহার নাম লটারীতে আসিত তাঁহাকেই হযরত (দঃ) সঙ্গে নিতেন। (বাড়ী থাকাবস্থায়) হযরত (দঃ) প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য সমভাবে দিবা-রাত্রির বন্টন করিয়া থাকিতেন। অবশ্য সওদা (রাঃ) স্বীয় বন্টকের দিন ও রাত্রি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশ্যে আয়েশা (রাঃ)কে দিয়া দিয়াছিলেন। (৩৮০ পৃঃ)

● হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের মাতা বিবি মরিয়ম যিনি স্বীয় মাতা কর্তৃক তৎকালীন রীতি অনুযায়ী বাইতুল-মোকাদ্দাস মসজিদের জন্য উৎসর্গীতা ছিলেন; তাঁহার প্রতিপালনের জন্য কতিপয় লোকের প্রতিযোগিতা হইলে তাঁহাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা

করা হইল। প্রত্যেকে ভৌরাত কেতাব লিখিবার নিজ নিজ কলম পানিতে ফেলিবে; যাঁহার কলম স্রোতের বিপরীত চলিবে সে-ই জয়ী গণ্য হইবে। এই কথার উপর প্রতিযোগীগণ নিজ নিজ কলম পানিতে ফেলিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, সকলের কলমই স্রোতের অনুকূলে চলিল; এক মাত্র পয়গাম্বর জাকারিয়া আলাইহেচ্ছালামের কলম স্রোতের বিপরীত চলিল। সেমতে তিনিই বিবি মরিয়মের লালন-পালনকারী সাব্যস্ত হইলেন। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে—৩ পাঃ ১৩ রুঃ দ্রষ্টব্য। (৩৬৯ পৃঃ)

ওয়াদা-অঙ্গীকার রক্ষা করা

অঙ্গীকার রক্ষা করা কোন কোন ফেকাবিদের মতে ওয়াজেব (ফতহুলবারী ৫—৩২১)। এমনকি অঙ্গীকার রক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ার বিষয়টি "কাজা" তথা বিধানগত বিচারাধীন বা আদালতের এখতিয়ার ভুক্ত হওয়ার পক্ষেও মত্ প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। সেমতে অঙ্গীকার রক্ষায় বাধ্য করার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ বিধেয় হইবে।

মালেকী মজহাব মতে অঙ্গীকার যদি অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে ঐ বিষয়টি বাস্তবায়িত হইলে অঙ্গীকার পুরণ করা অবশ্য কর্তব্য হইবে। যেমন—বলা হইল, তুমি বিবাহ কর; আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দিব। এই ক্ষেত্রে বিবাহের ব্যবস্থা সম্পন্ন হইলে এক হাজার টাকা প্রদান বাধ্যতামূলক ওয়াজেব হইবে (ফতহুলবারী ৫—৩২১)। অধিকাংশ ইমামগণ সাধারণতঃ অঙ্গীকার রক্ষা করার বাধ্যবাধকতাকে আদালতের আওতাধীন গণ্য করেন নাই। কেহ অঙ্গীকার পূর্ণ না করিলে তাহার বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় নেওয়া চলিবে না।

অবশ্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকে সকলেই গোনাহ সাব্যস্ত করিয়াছেন। কোরআন-হাদীছেও উহার প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। কোরআন শরীফে আছে—كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون "যাহা কার্যে পরিণত করিবে না তাহা বলা আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি বড় জঘন্য ও ঘৃণ্য (২৮ পাঃ ৯ রুঃ)। প্রথম খণ্ডে ২৯নং হাদীছেও বলা হইয়াছে মোনাফেকের তিনটি চিহ্ন; তন্মধ্যে একটি—অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। অবশ্য অঙ্গীকার করিয়া উহা রক্ষা করার সর্বসাধ্য চেষ্টা চালাইয়াও যদি অকৃতকার্য্য হয়, সে ক্ষেত্রে গোনাহ হইবে না। পক্ষান্তরে রক্ষা না করার ইচ্ছা পোষণ করতঃ অঙ্গীকার করা হারাম। আর রক্ষা করার ইচ্ছায় অঙ্গীকার করিয়া অবহেলায় উহা ভঙ্গ করাও গোনাহ বটে। এমনকি পরস্পর ছোট ও বড় দুইটি বিষয়ের যে কোন একটি পুরণ করার অঙ্গীকার হইলে সেক্ষেত্রে ছোটটি পূর্ণ করার অধিকার আছে, কিন্তু বড়টি পূর্ণ করাই উত্তম—ইহাই নবী ও রসুলগণের সুন্নত।

হযরত মূছা (আঃ) বিবাহ করার সময় শ্বশুরের সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, স্ত্রীর মহরানা আদায়ে (তাহার সম্মতি সূত্রে তাহাদের সংসারের) ছাগলপালের রক্ষণাবেক্ষণে

আট বা দশ বৎসর কাজ করিবেন (পবিত্র কোরআন ২০ পাঃ ৬ রুঃ দ্রষ্টব্য)। উল্লিখিত ঘটনায় আট ও দশ সংখ্যাদ্বয়ের বড় তথা দশ সংখ্যার বৎসরই মূছা (আঃ) পূর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে।

১২৫৭। হাদীছ ঃ—সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হীরা নিবাসী এক ইহুদী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—মূছা (আঃ) তাঁহার অঙ্গীকারে উল্লিখিত সময়ের দুই সংখ্যার কোন্ সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছিলেন? আমি বলিলাম, আমি তাহা জানি না; তবে আরবের শ্রেষ্ঠ আলেম ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইলে আমি তাঁহার নিকট এই বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিব। সেমতে আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, উভয় সংখ্যার বড় সংখ্যাই পূর্ণ করিয়াছিলেন—যাহা অপর পক্ষের অভিপ্রায় ছিল। আল্লাহ তায়ালার রসুলগণ অঙ্গীকার বাধ্যতামূলক না হইলেও তাহা পূর্ণ করিতেন।

বিবাদ মিটাইতে সচেষ্ট হওয়া

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ

أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ.....

অর্থ—পরস্পর ছলা-পরামর্শ ও কানা-ঘুষায় কোন সুফল নাই; হাঁ—যদি দান-খয়রাত বা সৎকাজ বা লোকদের বিবাদ মিটাইবার সম্পর্কে হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মানসে বিবাদ মিটাইবার কার্য্যে সচেষ্ট হইবে আমি তাহাকে অচিরেই অতি বড় প্রতিফল দান করিব। (৫ পাঃ ১৪ রুঃ)

১২৫৮। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অনুরোধ করা হইল যে, (মদীনার সর্বাধিক প্রভাবশালী গোত্রদ্বয়ের খাজরাজ গোত্রীয় সর্দার—) আবদুল্লাহ ইবনে উবাঈ (কে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বুঝাইবার জন্য) তাহার নিকট পৌঁছিলে ভাল মনে হয়। সেমতে রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি গাধায় চড়িয়া রওয়ানা হইলেন। কতিপয় ছাহাবীও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। সেই এলাকাটি লোনা প্রকৃতির ছিল (তাই ধূলা-বালু সহজেই উড়িয়া থাকিত)। নবী (দঃ) গাধা দৌড়াইয়া আবদুল্লাহ ইবনে উবাঈ এর সম্মুখে পৌঁছিলে সেই বদ-বখত্ বলিল, আপনি আমার নিকট হইতে সরিয়া যান; আপনার গাধার দুর্গন্ধে আমার কষ্ট হয়। মদীনাবাসী ছাহাবীগণের একজন তদুত্তরে বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গাধা তোর হইতে অধিক সুগন্ধ। এতচ্ছ্রবণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাঈ এর পক্ষে একজন

ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল এবং পরস্পর বাকবিতণ্ডা বাঁধিয়া গেল। উভয়ের সঙ্গে নিজ নিজ দলের লোকও যোগ দিল। (এমনকি যেহেতু উভয় দলের সংগঠন বংশ-ভিত্তিক ছিল, তাই উভয় পক্ষেই কোন কোন মোসলমানেরও যোগ-দান হইল)। উভয় দলের মধ্যে মারিমারিও হইল। এইরূপ ঘটনা প্রসঙ্গেই নিম্নে বর্ণিত আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল—

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۝

"মোমেন মোসলমানদের দুই দলের মধ্যে বিবাদ বাঁধিলে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দাও" (২৬ পাঃ ১৩ রুঃ)। এখানে ৪১০ নং হাদীছও উল্লেখ হইয়াছে।

বিবাদ মিটাইতে অতিরঞ্জিত কথা বলা

১২৫৯। হাদীছ :— উম্মে-কুলছুম বিনতে ওকবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছেন—যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে বিবাদ মিটাইবার উদ্দেশ্যে এক জনের পক্ষ হইতে অপর জনের নিকট কোন সুনামের কথা বা অন্য কোন ভাল কথা অতিরঞ্জিতরূপে বলে সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী পরিগণিত হইবে না।

বিবাদ মিটাইতে স্বয়ং আগ্রহ প্রকাশ করা

১২৬০। হাদীছ :— সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "কোবা" নগরবাসীদের মধ্যে বিবাদ বাঁধিল, এমনকি-তাহাদের পরস্পর ঢিল ছুড়াছুড়ি হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘটনা জানিতে পারিয়া ছাহাবীগণকে বলিলেন, আমাকে লইয়া চল; তাহাদের বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিব।

উভয় পক্ষের সম্মত মীমাংসাও শরীয়ত বিরোধী হইলে বর্জনীয় হইবে

১২৬১। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) ও যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিল—ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার ও এই ব্যক্তির মধ্যে একটি বিষয় আল্লার বিধান মোতাবেক মীমাংসা করিয়া দেন। অপর ব্যক্তিও তাহাই বলিল যে, হাঁ—ইয়া রসুলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার বিধান মতে মীমাংসা করিয়া দেন। অতঃপর প্রথম ব্যক্তি বলিল, আমার ছেলে এই ব্যক্তির গৃহে ভৃত্য ছিল, সে এই ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে জেনা—ব্যভিচার করিয়াছে। সকলেই বলিল, আমার ছেলেকে শাস্তি স্বরূপ প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলিতে হইবে। তাই আমার ছেলের শাস্তির পরিবর্তে আমি এই ব্যক্তিকে একশত বকরী ও একটি ক্রীতদাসী প্রদান করিয়া আমার ছেলের মুক্তি লাভ করিয়াছি। অতঃপর আলেমগণের

নিকট জানিতে পারিলাম, (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড বস্তুতঃ তাহার স্ত্রীর উপর হইবে, আর) আমার ছেলের উপর শাস্তি ছিল, একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের জন্য দেশান্তর হওয়া।

ঘটনা শ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার বিধান মতেই মীমাংসা করিতেছি। প্রথম ব্যক্তিকে বলিলেন, তোমার প্রদত্ত একশত বকরী ও ক্রীতদাসীটি ফেরৎ লও এবং তোমার ছেলের শাস্তি এই যে, তাহাকে একশত বেত্রাঘাত লাগান হইবে এবং সে এক বৎসর কালের জন্য দেশান্তরিত হইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রী সম্পর্কে (যেহেতু প্রয়োজনীয় সাক্ষী ছিল না, তাই) উনাইস (রাঃ) নামক ছাহাবীকে আদেশ করিলেন, তুমি তাহার নিকট যাইয়া বিষয়টি তদন্ত কর। যদি সে স্বীকার করে তবে তাহার প্রতি প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করিও। সেই ছাহাবী তথায় পৌঁছিলেন এবং ঐ ব্যক্তির স্ত্রী স্বীকার করিল, তাই তাহাকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলা হইল।

ব্যাখ্যা ঃ—অবিবাহিত ব্যক্তির জেনার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত তদুপরি প্রয়োজন বোধে এক বৎসরের জন্য দেশান্তর। বিবাহিত ব্যক্তির জেনার শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলা। আলোচ্য ঘটনায় নবী (দঃ) সেই বিধান অনুসারেই আদেশ করিলেন। ইহাই শরীয়তের বিধান। প্রথমে উভয় পক্ষ এই বিধান বিরোধী মীমাংসা করিয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

অমোসলেমের সহিত সন্ধি করা

১২৬২। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ষষ্ঠ হিজরীর) জিলকদ মাসে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা পানে যাত্রা করিয়াছিলেন। মক্কাবাসীরা তাঁহাকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিল। অবশেষে নবী (দঃ) তাহাদের সঙ্গে একটি সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করিলেন। সন্ধি-চুক্তির লেখক ছিলেন আলী (রাঃ)। উহাতে এরূপ লেখা হইতেছিল—"অত্র সন্ধিপত্রের বিষয়-বস্তুর উপর চুক্তিবদ্ধ হইতেছেন মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম।" মক্কার মোশরেকরা এই বাক্যে বাধা দিয়া বলিল, এই বাক্যের মর্মকে আমরা স্বীকার করি না; আমরা যদি বিশ্বাস করিতাম যে, আপনি আল্লার রসুল তবে আমরা আপনাকে বাধা দিতাম না, আপনার সঙ্গে বিবাদ করিতাম না। অতএব "মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ" লেখা যাইবে না। আপনি আবদুল্লার পুত্র মোহাম্মদ। নবী (দঃ) বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহও এবং আবদুল্লার পুত্র মোহাম্মদও। অতঃপর আলী (রাঃ)কে বলিলেন, "রসুলুল্লাহ" শব্দ মুছিয়া ফেল। আলী (রাঃ) শপথ করিয়া বসিলেন, আমি আপনার এই মূল পরিচয়কে কস্মিন কালেও মুছিতে পারিব না। রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজ হাতে মুছিয়া দিলেন এবং লেখা হইল—এই সন্ধি-পত্রে আবদ্ধ হইতেছেন মোহাম্মদ যিনি আবদুল্লার পুত্র·····(বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ড "হোদায়বিয়ার সন্ধি" পরিচ্ছেদে আসিবে।)

বিতর্কের ক্ষেত্রে মুরব্বি মীমাংসার পরামর্শ দিবে

১২৬৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় গৃহ-দ্বারের সন্নিকটে বিবাদমান দুই ব্যক্তির উচ্চৈঃস্বর শুনিতে

পাইলেন; তাহাদের এক জন অপর জনকে তাহার প্রাপ্য কম নেওয়ার এবং কৃপা প্রদর্শনের কথা বলিতে ছিল; অপর জন বলিতেছিল, কসম খোদার—আমি ইহা করিব না। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের উদ্দেশ্যে বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন, একটি ভাল কাজ না করার উপর আল্লার নামে কসম ব্যবহারকারী কোথায়? ঐ ব্যক্তি বলিল, আমি ইয়া রসুলাল্লাহ! (এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সাথে) সাথে ইহাও বলিল, সে আমার নিকট যে পরিমাণ কৃপা চায় তাহাতেই আমি সম্মতি দিলাম।

মছআলাহ—দেনাদার পাওনা দায়ের সঙ্গে দেনার পরিমাণ হইতে কম দিয়া মীমাংসা করিলে তাহা জায়েয হইবে। এমনকি দেনা ও পরিশোধ একই শ্রেণীর বস্তু হইলেও জায়েয হইবে এবং পরিশোধীয় বস্তু পরিমাপ করা ব্যতিরেকে হইলেও জায়েয হইবে—যদি উহা অবশ্যই দেনা অপেক্ষা কম হওয়ার পূর্ণ বিশ্বাস থাকে। অন্যথায় পরিমাপ করা ব্যতিরেকে এক শ্রেণীর বস্তু দ্বারা পরিশোধের ক্ষেত্রে মীমাংসা জায়েয হইবে না।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, যে কোন প্রকার দুই শরীক বা অংশীদারের মধ্যে তাহাদের মতৈক্য ও মীমাংসার দ্বারা একজন শুধু নগদ অপরজন পাওনা ঋণ নিয়া পরস্পর ভিন্ন হওয়া জায়েয এবং ঋণ আদায় না হইলে অপরজন দায়ী হইবে না। (৩৭৪ পৃঃ)

ইনসাফের সহিত মীমাংসা করার ফজিলত

১২৬৪। হাদীছ ঃ—عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس - يعدل بين الناس صدقة ০

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (৩৬০টি জোড়া আছে, উহার) প্রতিটি জোড়ার জন্য প্রতিদিন ভোর বেলায় একটি ছদকা দান আবশ্যক হয়, (যেহেতু সারা রাত্র উহা বন্ধ থাকার পর ভোর বেলা পুনরায় সঠিকভাবে উহা চালিত হইতেছে, তাই এই নেয়ামতের শোকর ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এইরূপ ছদকা আবশ্যক হইয়া পড়ে। আল্লাহ তায়ালার করুণা বলে সাধারণ সাধারণ নেক কার্য্যসমূহ ছদকারূপে গণ্য হইয়া থাকে, যেমন—) লোকদের মধ্যে পরস্পর ন্যায় সঙ্গতরূপে মীমাংসা করিয়া দেওয়া ছদকা গণ্য হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ—বক্ষমান হাদীছটি বোখারী শরীফে আরও দুই স্থানে বর্ণিত আছে। সেই দুই স্থানে বর্ণিত রেওয়ায়েতে আরও কতিপয় কার্য্যের ছদকা গণ্য হওয়া উল্লেখ আছে—(১) কোন ব্যক্তিকে স্বীয় যানবাহনে আরোহণের সুযোগ দিয়া বা তাহার বোঝা স্বীয় যানবাহনে উঠাইয়া তাহার সাহায্য করা (২) কোন ভাল কথা বলা (৩) নামাযের প্রতি প্রতিটি পদক্ষেপ (৪) রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ (৫) কাহাকেও পথ দেখাইয়া দেওয়া।

এতদ্ভিন্ন মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে আরও কতিপয় কার্যের উল্লেখ আছে—(৬) প্রত্যেক বারের ছোবহানাল্লাহ্ (৭) প্রত্যেক বারের আলহামদুলিল্লাহ (৮) প্রত্যেক বারের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু (৯) প্রত্যেক বারের আল্লাহু আকবার (১০) সৎ কাজের প্রতি আহ্বান করা (১১) অসৎ কার্যে বাধা প্রদান করা। আবু দাউদ শরীফের হাদীছে আরও একটি কার্যের উল্লেখ আছে—(১২) মসজিদের কোন স্থানে শ্লেষ্মা ইত্যাদি দেখিতে পাইলে উহা মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া তথা মসজিদকে পরিচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া।

মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে আর একটি এমন কার্যের উল্লেখ আছে যে, ঐ একটি কার্যের দ্বারাই তিনশত ষাটটি ছদকা এক সঙ্গে আদায় হইয়া যায়—
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى "সমুদয় কার্যের পরিবর্তে চাশ্‌তের দুই রাকাত নামায ৩৬০টি ছদকা আদায়ে যথেষ্ট হয়।"

কোন বিষয় শর্ত আরোপ করা সম্পর্কে

১২৬৫। হাদীছ ঃ— রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ হইতে মেছওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার ঘটনায় সোহায়ল ইবনে আম্‌রের মধ্যস্ততায় সন্ধিপত্র লেখা হইয়াছিল। সোহায়েল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর এই শর্ত আরোপ করিয়াছিল—(এখন হইতে) আমাদের যে কোন লোক আপনার সঙ্গে মিলিত হইবে তাহাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে হইবে, যদিও সে আপনার ধর্মে দীক্ষিত হয়। (আর আপনাদের কোন লোক আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলে তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে না।) মোসলমানগণ এই শর্তকে ঘৃণা করিল, ইহার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করিল; কিন্তু সোহায়ল উহা প্রত্যাহারে অস্বীকৃত হইল। নবী (দঃ) এই শর্তেই সন্ধিপত্র লেখা সম্পন্ন করিলেন এবং ঐ দিনই আবু জন্দল (রাঃ)কে এই শর্ত অনুযায়ী তাঁহার পিতা সোহায়লের প্রতি ফেরত পাঠাইলেন। এতদ্ভিন্ন উক্ত সন্ধি-চুক্তি বলবৎ থাকা পর্যন্ত যে কোন পুরুষ ব্যক্তি হযরতের নিকট আসিয়াছেন—মোসলমান হইয়া আসিলেও তাঁহাকে ফেরত পাঠাইয়াছেন। ঐ সময়ে কিছু সংখ্যক মহিলাও ঈমান গ্রহণ পূর্বক হযরতের নিকট আসিয়াছিলেন। ঐ সময়েই উম্মে-কুলসুম নাম্নী এক যুবতী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার লোকজন নবী (দঃ)-এর নিকট আসিল এবং তাঁহাকে ফেরত চাহিল। নবী (দঃ) তাঁহাকে ফেরত দিলেন না। ঐরূপ মহিলাদের সম্পর্কে একটি বিশেষ আয়াত নাযেল হইল—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ.....

فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ

"হে মোমেনগণ! মহিলাগণ ঈমান গ্রহণ পূর্বক হিজরত করিয়া তোমাদের নিকট আসিলে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে; আল্লাহ তাহাদের ঈমানের অবস্থা ভাল-ভাবেই জানিবেন। (অতএব পরীক্ষা শুধু তোমাদের অবগতির জন্য—) তোমরা যদি পরীক্ষায় তাহাদেরে খাঁটী ঈমানদার সাব্যস্ত কর তবে তাহাদিগকে কাফেরদের প্রতি ফেরত দিবে না। এই মহিলাগণ এখন কাফেরদের স্ত্রী থাকে নাই, কাফেররাও এই মহিলাদের স্বামী থাকে নাই।.....এই মহিলাদেরকে তোমরা (মোসলমানগণ) বিবাহ কর তাহাতে কোন বাধা নাই। তোমরা মোসলমানরাও কাফের নারীদেরকে বিবাহ বন্ধনে রাখিবে না।.....এই সব আল্লার আদেশাবলী যাহা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর প্রবর্তন করিয়াছেন।"

উল্লিখিত আয়াতের শেষ অংশের আদেশ দৃষ্টে ওমর (রাঃ) তাঁহার মক্কাস্থিতা দুইজন স্ত্রী কোরায়বা বিন্‌তে আবী উমাইয়্যা এবং বিন্‌তে-জারওয়ালকে পরিত্যাগ করিলেন।

(মহিলাদের পরীক্ষা সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে উহার নিয়ম এবং বিষয়বস্তুও বর্ণিত হইয়াছে।) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐরূপ মহিলাদেরকে উক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করিতেন। আয়াতটি এই—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ

بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ..... إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (২৮ পাঃ ৮ রুঃ)

"হে নবী! ঈমান গ্রহণকারিণী মহিলারা আপনার নিকট যদি আসে এই দীক্ষা গ্রহণ করতঃ যে, তাহারা আল্লার সঙ্গে কোন বস্তুকে (এবাদৎ বা ক্ষমতায়) শরীক ও অংশীদার বানাইবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, (অভাবের আশঙ্কায় সন্তানদেরে বা অপমানের ধারণায় মেয়ে) সন্তানদের হত্যা করায় সম্মত হইবে না, মিথ্যা অপবাদ গড়ানের কাজ করিবে না এবং আপনার ন্যায়সঙ্গত আদেশাবলীর ব্যতিক্রম করিবে না। তবে আপনি তাহাদের দীক্ষা মঞ্জুর করুন, তাহাদের জন্য ক্ষমার দোয়া করুন; নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাকারী দয়ালু।"

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে মহিলা উল্লিখিত শর্তগুলির অঙ্গীকার করিত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিতেন, তোমার দীক্ষা মঞ্জুর করিলাম।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মহিলাদের দীক্ষা গ্রহণে হযরত (দঃ) শুধু মৌখিক কথার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেন। খোদার কসম—দীক্ষা গ্রহণ উপলক্ষে কখনও কোন মহিলার হাত হযরতের হাতকে স্পর্শ করে নাই; মহিলাদের দীক্ষা অনুষ্ঠান হযরত (দঃ) শুধু মৌখিক ভাবেই সম্পন্ন করিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—দীক্ষা গ্রহণে গুরুর হাতে শিষ্যের হাত দিয়া অঙ্গীকার করার নিয়ম রহিয়াছে। যে কোন পুরুষের জন্য (প্রাণ যাওয়ার ভয়াবহ আশঙ্কা ব্যতিরেকে) কোন